# সাহিত্য মণিজাল

al Board of Secondary Education as
Notification No. TB/74/VI/TB/9
o. 10367/G dated 24.11.75



*Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI vide Notification No. TB/74/VI/TB/90 and also Board's letter No. 10367/G dated 24.11.75.*



# সাহিত্যের মণিজাল

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক
**শ্রীঅখিল নিয়োগী ( স্বপনবুড়ো )**



পরিবেশক
**শ্রীকালী প্রকাশনী**
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ, জন্লাই, ১৯৭৪
সংশোধিত পন্নর্মন্দ্রণ, জন্লাই, ১৯৭৫
তৃতীয় মন্দ্রণ, জানন্য়ারী, ১৯৭৬
চতুর্থ মন্দ্রণ, ফেব্রন্য়ারী, ১৯৭৭
পঞ্চম মন্দ্রণ, নভেম্বর, ১৯৭৮
ষষ্ঠ মন্দ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৯
সপ্তম মন্দ্রণ, নভেম্বর, ১৯৮১
অষ্টম মন্দ্রণ, জানন্য়ারী, ১৯৮৩
নবম মন্দ্রণ, জানন্য়ারী, ১৯৮৪



প্রকাশক
কে ভট্টাচার্য
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মন্দ্রক
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬





মন্ল্য ঃ চার টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা

## সূচীপত্র

### গদ্যাংশ



### পদ্যাংশ

# পিতৃভক্তি



—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডন্‌ডারি নগরে বেকনর্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম করিত। তাহার পুত্রও দ্বাদশ বৎসর বয়সে ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতাপুত্রে এক জাহাজেই কর্ম করিত। বেকনর্‌ আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সন্তরণ শিখাইয়াছিল। মৎস যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনরের পুত্রও সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন কর্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া সমুদ্রে পড়িত ; এবং জাহাজের চতুর্দিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত ; ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগ বশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর্‌ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্রে ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে ঊর্ধ্বে তুলিল। অনন্তর সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল একটা ভয়ানক হাঙগর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র, বেকনর্‌ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল ; এবং বন্দুক লইয়া হাঙগরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল ;

কিন্তু কেহই সাহস করিয়া সাহায্যের নিমিত্ত জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না ; সকলেই হায়! কি হইল বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙগরের গায় লাগিল না। হাঙগর, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদানপূর্বক বেকনর্‌কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল। সে পিতার প্রাণ-নাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল, এবং দ্রুতবেগে হাঙগরের দিকে গমন করিয়া উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙগর কুপিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সন্তরণকৌশলে, হাঙগরের আক্রমণ এড়াইয়া, উহার কলেবরে উপর্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে জাহাজের উপরিস্থ লোকেরা কতিপয় রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। পিতাপুত্রে এক এক রজ্জু অবলম্বন করিলে, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু, সেই দুর্দান্ত জন্তু, মুখব্যাদান ও ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদানপূর্বক বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্যন্ত গ্রাস করিল ; এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা গ্রস্ত অংশ কাটিয়া লইয়া জলে পতিত হইল ; বালকের কলেবরের ঊর্ধ্বতন অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল ; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর্‌ জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্তী লোকেরা বলপূর্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র যতক্ষণ জীবিত ছিল, অবিচলিতভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল ; আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে সে প্রাণত্যাগ করিল।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০—১৮৯১ )—বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক লেখক। তাঁহার লেখা 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' ও 'বোধোদয়' ছোটদের ভাষা ও নীতি শিক্ষার

বই। তিনি 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চরিতাবলী', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বাংলা গদ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। তাঁহার ভাষা সহজ, সরল ও বলিষ্ঠ। যতি-চিহ্ন ব্যবহার করিয়া তিনি বাংলা গদ্যে ছন্দ ও সুর সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগরের ভাষাকে বলে 'সাগরী ভাষা'। এই ভাষা পরবর্তীকালের লেখকদিগকে প্রভাবিত করে।

আলোচ্য 'পিতৃভক্তি' গল্পটি তাঁহার 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইয়াছে। এই গল্পে একটি কিশোর বালকের আদর্শ পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সন্তরণপটু এই বালক তাহার পিতার সহিত একই জাহাজে নাবিকের কর্ম করিত। একদিন ঘটনাক্রমে তাহার পিতা যখন উত্তাল সমুদ্রের জলে এক হিংস্র হাঙ্গরের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন ঐ বালক সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল ও পিতার প্রাণ রক্ষা করিতে হাঙ্গরের মুখে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিল। বীর ও করুণরসের এই কাহিনী একদিকে হৃদয়কে যেমন অভিভূত করে, আর একদিকে বালকের পিতৃভক্তির আদর্শ সকলকে উদ্দীপ্ত করে।

## শব্দার্থ

অন্তঃপাতী—অন্তর্গত।
বিলক্ষণ—ভাল রকম।
অনন্তর—তারপর।
অবলীলাক্রমে—সহজে।
সন্নিহিত—নিকটবর্তী।
হতবুদ্ধি—বুদ্ধি নাশ।
কলেবর—শরীর।
উপর্যুপরি—পর পর।
মুখব্যাদান—মুখ খোলা।
কটিদেশ—কোমর।
গ্রস্ত—গ্রাস করা হইয়াছে এমন।
হৃদয়বিদারক—দুঃখপূর্ণ।

## প্রশ্ন

১। 'পিতৃভক্তি' কথাটির অর্থ কি? আলোচ্য গল্পে পিতৃভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে যথার্থ পিতৃভক্তি তাহা বুঝাইয়া বল।

২। বেকনরের পুত্র সন্তরণ বিষয়ে কিভাবে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল? তাহার সন্তরণ বিদ্যা কোন্ মহৎ কাজে লাগিয়াছিল?

৩। বেকনর্ লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল কেন? সে কখন একটা ভয়ানক হাঙ্গর দেখিতে পাইল? জাহাজের লোকেরা তখন কি করিল? বেকনরের পুত্রই বা কি করিল?

৪। জাহাজের লোকেরা সমুদ্রের জলে বেকনর্ ও তাহার পুত্রকে কিভাবে সাহায্য করিল? এই সাহায্য শেষ পর্যন্ত কতখানি কাজে লাগিয়াছিল?

৫। 'আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্যাগ করিল'—পিতা ও পুত্র কাহারা? পুত্র কিভাবে পিতার প্রাণরক্ষা করিল? সে আহ্লাদে প্রাণত্যাগ করিতে পারিল কেন?

৬। আলোচ্য গল্পে বীরত্ব ও করুণা কিভাবে একই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে তাহা গল্পাংশ আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। পিতৃভক্তি বিষয়ে অন্য একটি গল্প সংক্ষেপে বল।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) তাহার পুত্র অতিশয়——ছিল। সে পিতার——উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার——লইয়া সমুদ্রে——করিল, এবং——হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া উহার উদরে——প্রবেশ করাইয়া দিল।

(খ) তাহার পুত্র যতক্ষণ——ছিল, অবিচলিতভাবে——দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল, আমার——যাউক, কিন্তু——প্রাণরক্ষা হইয়াছে এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে——করিল।

৯। অর্থ বল ঃ—বিলক্ষণ; লম্বমান; মুখব্যাদানপূর্বক; রজ্জু; উদর; কুপিত; কলেবর ; কটিদেশ ; উপরিস্থ ; অবলীলাক্রমে ; হৃদয়বিদারক ; উত্তোলিত ; তাদৃশী।

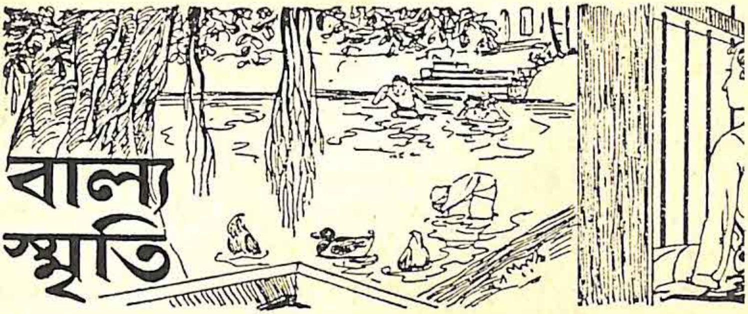
১০। বানান অনুশীলন কর ঃ—অন্তঃপাতী ; সন্তরণ ; তৎক্ষণাৎ ; ঊর্ধ্ব ; বক্ষঃস্থলে ; আক্রমণ ; ব্যাকুল ; ঊর্ধ্বতন ; দণ্ডায়মান ; পার্শ্ববর্তী।

১১। বাক্য রচনা কর ঃ—অবলীলাক্রমে ; সন্নিহিত ; দ্রুতবেগে ; অংশমাত্র ; জড়প্রায় ; পার্শ্ববর্তী ; বলপূর্বক ; নিঃসন্দেহ ; অবিচলিতভাবে।

১২। লিঙ্গান্তর কর ঃ—মৎস্য ; পুত্র ; বালক ; সন্নিহিত ; অল্পবয়স্কা ; পিতা-পুত্র ; ব্যাকুল।

১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—ব্যবসায় ; সন্তরণ ; উপর্যুপরি ; উত্তোলিত ; সন্নিহিত।

# বাল্য স্মৃতি



—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের এক চাকর ছিল, তার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তার বাড়ি। সে আমাকে একটি ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাইরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণ ধারে নারিকেল শ্রেণী।

গণ্ডি বন্ধনের বন্দী আমি, জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্ব-টুকুও আমার পরিচিত।

কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতক-গুলো ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত ; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন

ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত ; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময় ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত ; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত ; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত ; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক ; কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীরে সুস্থে স্নান করিয়া গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিনবার ঝাড়িয়া বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নান-স্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে, বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলো সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চু চালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলি ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম :—

> নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
> ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই ; যাহারা স্নান করিত, তাহারাও অনেকেই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজেই চারিদিক হইতে নানা প্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দিনের ছায়া-রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

রবীন্দ্রনাথের ( ১৮৬১—১৯৪১ ) 'বাল্যস্মৃতি' তাঁহার ছেলেবেলার কাহিনী। এইরূপ অসংখ্য কাহিনী তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে। তিনি যে প্রকৃতির সব কিছু অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিতেন এবং উহার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতেন তাহা তাঁহার 'বাল্যস্মৃতি' পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। তিনি 'বিশ্বকবি' বলিয়া পরিচিত। তাঁহার লেখা অসংখ্য কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ বহু বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

### শব্দার্থ

মৃদুমন্দ—ধীরশান্ত।
বিকীর্ণ—ছড়ানো।
দৈবাৎ—হঠাৎ।
দর্পণ—আয়না।
স্নানস্নিগ্ধ—স্নানের দ্বারা কোমল ও শীতল।
উৎসুক—জানিবার জন্য আগ্রহশীল, ইচ্ছুক।
তর্জনী—বুড়ো আঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল।
আধিভৌতিক—এই জগতের বস্তু বা জীব হইতে উৎপন্ন।
আধিদৈবিক—দেবতাদের বিষয় সম্বন্ধীয়, দৈব।
বনস্পতি—বনের সবচেয়ে বড় গাছ।

### প্রশ্ন

১। শ্যাম কে ছিল? সে বালক রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে দেখাশুনা করিত?

২। লেখক যে বাল্যকালে রামায়ণ পড়িয়াছিলেন তাহা কিভাবে জানা যায়?

৩। পুকুরটা যে 'ছবির মত' তাহা লেখক কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন?

৪। 'বিনা ভূমিকায়.........আত্মসমর্পণ করিত' এই পংক্তির অর্থ ভাল ভাবে বুঝাইয়া দাও।

৫। 'মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে.........বিকীর্ণ করিতে করিতে'—এই বাক্যাংশের অর্থ পরিস্ফুট কর।

৬। পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে 'বটগাছের তলাটা' লেখকের নিকট কোন্ রূপে আসিয়া উপস্থিত হইত?

৭। পুকুরটা বটগাছের আয়নার মত ছিল—এই ভাবটি কোন্ পংক্তির মধ্যে পাওয়া যায়?

৮। 'বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে'—এই কথার অর্থ কি? কাহারা বটগাছের ছায়ার অনুসরণ করিয়াছে?

৯। 'আর সেই বালক......গণনা করিতেছে' (শেষ পংক্তি)—তাৎপর্য পরিস্ফুট কর।

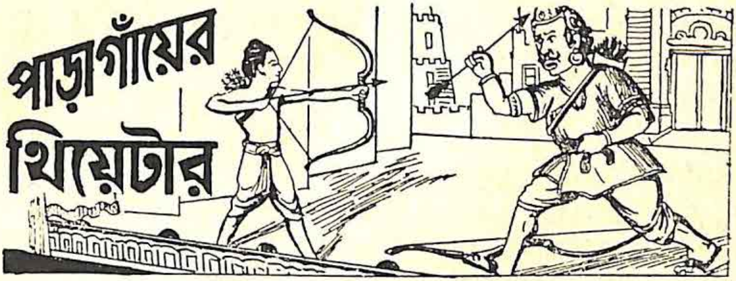
১০। নীচের শব্দগুলির বানান, অর্থ ও ব্যবহার লিখ ঃ

স্মৃতি ; শ্যামবর্ণ ; দোহারা ; নির্দিষ্ট ; গম্ভীর ; তর্জনী ; বিষম ; আশঙ্কা ; সর্বনাশ ; রামায়ণ ; বন্দী ; প্রতিবেশী ; বিশেষত্ব ; মলিনতা ; সশব্দে ; আত্মসমর্পণ ; নিঃশ্বাস ; ব্যস্ত ; উৎসুক ; বিকীর্ণ ; জনশূন্য ; নিস্তব্ধ ; চঞ্চু ; নির্জন ; রাজত্ব ; বনস্পতি ; অধিষ্ঠাত্রী ; দর্পণ ; অন্তর্হিত ; অনুসরণ ; গণনা।

১১। বাক্য রচনা কর ঃ—ঘাট-বাঁধানো ; ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ; দ্রুতবেগে ; ডুব পাড়া ; ঘন ঘন ; জল কাটা ; ধাঁ করিয়া ; বিনা ভূমিকায় ; সশব্দে ; এক নিঃশ্বাসে ; উৎসুক ; লেশমাত্র।

---

# পাড়াগাঁয়ের থিয়েটার



—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার শখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। মেঘনাদ বধ হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশী চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই, বিশ্রাম নাই। স্টেজ বাঁধার সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁদা দিয়া উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রামচন্দ্র কতবার আসিলেন গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতেও পারিলেন না! একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি ধরিবার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা বেল হইয়া গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কী প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের

ঘেরটা চার সাড়ে চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারান পলসাই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপসিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িলেন। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুট লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভায় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোনও কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতে ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুট চাপিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়,—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে করিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ( ১৮৭৬—১৯৩৮ )—বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথা-শিল্পী। তিনি যেরকম সরস করিয়া, প্রাণ-কাড়া ভাষা দিয়া গল্প লিখিয়াছেন তেমনটি আর কাহারও লেখায় বড় একটা দেখা যায় না। মানুষের জন্য বিশেষ করিয়া যে দুর্বল ও অসহায় তার জন্য তিনি লেখনী ধরিয়াছেন। তিনি সুন্দর সব হাসির গল্প লিখিয়াছেন। তাঁর লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত', 'বিরাজ বৌ', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাড়াগাঁয়ের একটি সরল কিশোর বালক কেমন মুগ্ধ হইয়া সারাদিন থিয়েটারের স্টেজ বাঁধার কাজে সাহায্য করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে, রাত্রিতে

মেঘনাদের অভিনয় দেখিয়া বাহবা দিয়াছে, আর মজা করিয়া অভিনেতাদের অদ্ভুত সব ভাবভঙ্গীর কৌতুক উপভোগ করিয়াছে. 'পাড়াগাঁয়ের থিয়েটার' গল্পে তাহার সরস বর্ণনা আছে।

### শব্দার্থ

প্রাণপাত—জীবন দেওয়ার মত।
ক্ষুণ্ণমনে—দুঃখিত হইয়া।
হতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহারা ; বিরক্ত।
অকৃতজ্ঞ—উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না।

### প্রশ্ন

১। 'অকৃতজ্ঞ রাম! দাড়ি ধরিবার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!'—কে এমন করিয়া অভিযোগ করিয়াছিল? রামকে অকৃতজ্ঞ মনে করার কারণ কি? 'দাড়ি ধরিবার' ব্যাপারটি সে এমন বড় করিয়া দেখিয়াছে কেন?

২। 'কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ অভিমান ভুলিয়া গেলাম।'—এই কথা কে, কখন বলিয়াছে? তার দুঃখ অভিমানের কারণ কি? অল্পকালের মধ্যে তা' সে ভুলিয়া গেল কি করিয়া?

৩। মেঘনাদ স্টেজে উঠিবার পরে কি রকম সব কাণ্ড ঘটিয়াছিল?

৪। 'পাড়াগাঁয়ের থিয়েটার' বলিতে কি বুঝায়? 'স্টেজ বাঁধা' ব্যাপারটা কি? 'গ্রীন রুম' বলিতে কি বুঝ? 'ড্রপ-সিন্' কি? 'ফুট-লাইট' কি? 'ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব!'—কথার তাৎপর্য কি?

৫। 'থিয়েটারের পয়লা বেল' ব্যাপারটা কি? 'সে কী প্লে!'—কোন প্লে? কি রকম প্লে?

৬। অর্থ লিখ ঃ—কৃতার্থ ; কোমরবন্ধ ; ক্ষুণ্ণমনে ; বিপর্যয় ; অনুকূল।

৭। বাক্য রচনা কর ঃ—সন্নিকটে ; অকৃতজ্ঞ ; অল্প-স্বল্প ; প্রাণপাত ; কিড়মিড় ; একআধবার।




—সুবিনয় রায়চৌধুরী

খোঁজ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ আবিষ্কার শখ থেকে অথবা আকস্মিকভাবে হয়েছে। আবিষ্কারক হয়তো অবসর-সময় কাটাবার জন্যে শখ করে কোন বিষয়ের কলকব্জা, যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন—হঠাৎ একটা নতুন কথা তাঁর মাথায় এল, এবং তা' থেকে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার হ'য়ে গেল। অথবা কোনও বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন—আনুষঙ্গিকভাবে হঠাৎ আর এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয় চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেল ছিলেন একজন স্কুলমাস্টার। শব্দ সম্বন্ধে গবেষণা করা তাঁর শখের ব্যাপার ছিল।

টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতিতে যে মাইক্রোফোন বা মাইক ব্যবহার করা হয়, তার আবিষ্কারক এমিল বার্লিনার সাহেব ছিলেন এক আপিসের কেরাণী। শখ ক'রে তিনি বিজ্ঞানের বই পড়তেন। টেলিফোন আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাঁর মাথায় বুদ্ধি এল যে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করা যায়। তখন তিনি প্রথম মাইক্রোফোন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। সেই যন্ত্র থেকে আধুনিক "মাইক"-এর জন্ম। বেতারের ব্যাপারে মাইক না হলে বেতার-বার্তা পাঠানো তো অচল।

এডিসন ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক। ফনোগ্রাফ, বিজলী-বাতি প্রভৃতি কত যে দরকারী জিনিস তিনি আবিষ্কার করে গেছেন তার হিসাব কে রাখে?

ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন গরীব। ট্রেনে খবরের কাগজ বেচে তিনি সামান্য পয়সা রোজগার করতেন। একদিন তিনি একটি ছোট ছেলেকে রেলে চাপা-পড়া থেকে বাঁচান। ছেলেটির বাবা কৃতজ্ঞতার বশে এডিসনকে টেলিগ্রাফ করতে শিক্ষা দেন। সেই থেকে এডিসন উৎসাহের সঙ্গে টেলিগ্রাফ-যন্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন এবং ভাল চাকরিও পান। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতির বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। ফলে, টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের একটি বিশেষ উন্নতি করতে সমর্থ হন। সেই উন্নতির ব্যাপার নিয়ে তিনি নিউইয়র্কের একটি কোম্পানীর ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করেন।

ডিরেক্টার এডিসনকে বলেন, "আবিষ্কারকেরা সর্বদাই তাদের আবিষ্কারের জন্যে মোটা টাকা দাবী করে। আমরা এর জন্যে ৩৬,০০০ ডলারের বেশী দিতে পারব না। তোমার ইচ্ছা, এ টাকায় আবিষ্কার বিক্রী কর—না হয়তো রইল তোমার আবিষ্কার তোমারই কাছে।" ৩৬,০০০ ডলার মানে লক্ষ টাকারও বেশী। অল্পবয়স্ক এডিসন এত টাকা পাবার আশা স্বপ্নেও করেননি। তিনি বললেন, "আচ্ছা! আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী আছি।" এই টাকা পাবার পর থেকে তিনি বিভিন্ন আবিষ্কারের চেষ্টায় রীতিমত লাগেন এবং মৃত্যুকালে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক ব'লে স্বীকৃত হন।

টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক মর্স সাহেব ছিলেন চিত্রকর। রেল এঞ্জিনের আবিষ্কারক স্টিফেনসনও ছিলেন একজন কয়লার খনির কারিগর।

এরকম অনেক বিষয়ের আবিষ্কারকই ছিলেন গরীব এবং তাঁদের আবিষ্কারও ছিল অনেকটা শখের ব্যাপার থেকে।

অনেক আবিষ্কারের প্রথম অবস্থার চেহারা দেখে, সেই জিনিসের আধুনিক সংস্করণের সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই হয়তো দেখা যায় না। জেম্‌স্ ওয়াটের প্রথম স্টীম এঞ্জিনের চেহারা দেখলে তাকে এঞ্জিন বলেই হয়তো অনেকে চিনবে না। আমরা চোখের সামনে ছেলেবেলায় যে মোটরকার দেখেছি, তার সঙ্গে আধুনিক মোটরগাড়ীর কত পার্থক্য! সে মোটরের আওয়াজ ছিল খুব বেশী, চলত খুব বেগে নয়, টায়ার ছিল তার খুব সরু—তাই ঝাঁকুনিও হতো বেশী, ঝড়-বৃষ্টিতে চালানো তত নিরাপদ ছিল না ;—তবে আর মোটরের সুখ রইল কি!

প্রথম রেডিও যন্ত্র কানে "হেড-ফোন" লাগিয়ে শুনতে হতো ; কলকাতার স্টেশনের কথা শুনতে পাওয়া যেতো,—তার বেশী আর নয়। আর, আজকের

রেডিও? পৃথিবীর সব দেশেরই কথা শোনা যাচ্ছে,—"হেড-ফোন" তো কবেই উঠে গেছে!

আজ যে সব আবিষ্কার হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে তার অনেকগুলি হয়তো নিতান্ত সেকেলে হয়ে যাবে। মানুষ চায় নিত্য নতুন জিনিস, নিত্য নতুন ফিকির, নিত্য নতুন আরাম!

—(সংক্ষেপিত)

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

'সুবিনয় রায়চৌধুরী প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলে। ছোটদের জন্য সুন্দর গল্পের বই লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'আজব বই', 'জীবজগতের আজব কথা' বিখ্যাত।

'আবিষ্কারের গোড়ার কথা' একদিকে যেমন চমৎকার সব খবরে ভরা, আর একদিকে তেমনি উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভরসায় ভরপুর। এই লেখা তোমাদের যথেষ্ট সাহস ও প্রেরণা দিবে। চেষ্টা, উৎসাহ ও মনের জোর থাকিলে, তোমরাও একদিন মানুষের কল্যাণে কত কত নূতন জিনিস আবিষ্কার করিতে পারিবে।

### শব্দার্থ

আকস্মিকভাবে—হঠাৎ। সাদৃশ্য—মিল।
কৃতজ্ঞতা—উপকারীর উপকার স্বীকার করা। নিরাপদ—বিপদ নাই যাহাতে।
সেকেলে—আগের দিনের। ফিকির—সুযোগ।
আনুষঙ্গিক—সঙ্গে থাকে এমন সব জিনিস বা ব্যাপার।

### প্রশ্ন

১। 'অধিকাংশ আবিষ্কার শখ থেকে অথবা আকস্মিকভাবে হয়েছে',—দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথার সার্থকতা বুঝাইয়া দাও।

২। কোন্ কোন্ আবিষ্কারের জন্য ইঁহাদের নাম বিখ্যাত?
গ্রাহাম বেল ; এমিল বার্লিনার ; এডিসন ; মর্স ; জেম্স্ ওয়াট ; স্টিফেনসন।

৩। বৈজ্ঞানিক এডিসনের জীবন ও তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে কি জান?

৪। 'হেড্-ফোন' কাহাকে বলে? কি কাজে লাগে?

৫। শূন্যস্থান পূরণ করঃ—

(ক) অধিকাংশ আবিষ্কার——থেকে অথবা——হয়েছে।

(খ) টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক—— ——ছিলেন——।

(গ) এডিসন ছিলেন এযুগের শ্রেষ্ঠ——।

(ঘ) মাইক্রোফোনের আবিষ্কারক——সাহেব ছিলেন এক আপিসের——।

(ঙ) টেলিফোনের আবিষ্কর্তা——ছিলেন একজন——।

৬। বানান শেখ ও অর্থ বলঃ—আশ্চর্য ; আবিষ্কর্তা ; গবেষণা ; আবিষ্কারক ; বৈদ্যুতিক ; কৃতজ্ঞতা ; আনুষঙ্গিক ; সাদৃশ্য ; অদূর ভবিষ্যতে।

৭। বাক্য রচনা করঃ—ফিকির ; অদূর ভবিষ্যতে ; ঝাঁকুনি ; আনুষঙ্গিক ; মাথা ঘামানো ; অধিকাংশ।

# জনপল্লীর সীমানায়



—প্রবোধকুমার সান্যাল

গোয়ালিয়র দুর্গের নিকটবর্তী জনপল্লী একটি সুবিস্তৃত শহর। সেটি পুরাতন দিল্লীর শহরতলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহরে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বহু। শহরটি পুরাতন হ'লেও সমৃদ্ধ এবং সেখানে ভ্রমণ ক'রে সহজেই অনুভব করা গেল গোয়ালিয়রের বালক মহারাজাকে তারা ধর্মের প্রতিভূ ব'লেই মনে করে। আধুনিক যুগের বস্তুসম্ভার ও শিক্ষার উপকরণ গোয়ালিয়রে দুষ্প্রাপ্য নয়। শহরের যেটি পৌরসভা তার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা পদে-পদেই আমাদের চোখে পড়তে লাগলো। যানবাহনের চলাচল প্রচুর ; মহারাজার একটি নিজস্ব স্টেট রেলওয়ে আছে। বহুদূর অবধি শস্যশ্যামল প্রান্তর রাজ্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়।

জনপল্লীর সীমানায় কতকগুলি পুরাকীর্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের মধ্যে দুটি সমাধি-মন্দির সর্বপ্রধান। ভারতবিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রী ও গায়ক তানসেনের সমাধি যে এখানে অবস্থিত আমাদের আগে জানা ছিল না। সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা মৃত্যুকালে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁর সমাধিমন্দিরে যেন ঐশ্বর্যের কোনো আড়ম্বর না থাকে : যেন এক অখ্যাত নগণ্য স্থানে তাঁর সমাধিক্ষেত্র কোনো মালঞ্চবীথিকার তলায় লুকানো থাকে, যেন তাঁর সমাধির বেদীতে নিত্য প্রভাতে আরণ্যক ফুল ঝরে পড়ে—আর তাঁর কোনো উচ্চাশা নেই। সেজন্য নিজামুদ্দিন আউলিয়ার একান্তে তাঁর সমাধি অনেকটা যেন আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। তানসেন সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সংগীত-

কলায় যিনি আমরণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠে একদা সমগ্র ভারতের অধ্যাত্ম-আত্মাকে উদ্বোধিত করেছিল, তিনি জানতেন সকল ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের অলীকতা—সেই কারণে প্রান্তরের একান্তে সামান্য একটি প্রস্তরমন্দির তাঁর সমাধির উপর নির্মিত রয়েছে। সমগ্র গোয়ালিয়র তাঁর দেহাবশেষ বুকে ধরে চিরদিনের জন্য ধন্য হয়েছে।

তানসেনের সমাধিমন্দিরের পাশেই সুবিখ্যাত সাধু গোউস মহম্মদের বিশাল স্মৃতিমন্দির। উত্তর-ভারতে একদা গোউস মহম্মদের ন্যায় এত বড় ধার্মিক ফকির আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি সর্বধর্মসমন্বয়বাদী এক মহা তপস্বী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামধর্মের সকল নীতি ও আদর্শবাদ তাঁর জীবনে ও কর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। গোয়ালিয়রের হিন্দু মহারাজার রাজ্যে মুসলমান সাধুর প্রতি এই সম্মান বিশেষভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য।

এর পরে যেটি সর্বপ্রধান আকর্ষণের বস্তু সেটি হিন্দুভারতের পক্ষে একটি বিস্ময় বললেও অত্যুক্তি হবে না। যোধপুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি আছে জানি,—জানি বহু পাহাড়ের চূড়ায় বহু সংখ্যক দুর্গই অবস্থিত, কিন্তু গোয়ালিয়র দুর্গের যে সম্ভ্রম ও মহিমা, তার যে বিস্তার ও গৌরব সে অসামান্য। এই দুর্গ রাজা মানসিংহের হাতে নির্মিত, এজন্য এটি মানমন্দির নামেই অভিহিত। গোয়ালিয়রে পৌঁছোবার আগে বহুদূর থেকে এই দুর্গ নজরে পড়ে, প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গে সমগ্র গোয়ালিয়রের জনসাধারণ এই দুর্গের দিকে চেয়ে এক-বার নমস্কার জানায়। মহাকালের ভ্রূকুটি, ইতিহাসের উত্থান-পতন, মানুষের বংশ পরম্পরা,—সমস্ত কিছু তুচ্ছ ক'রে এই দুর্গ অটল অচল, আপনার মহিমায় বিশাল পার্বত্য ভূভাগের উপরে দাঁড়িয়ে বীর্যবত্তা ও হিন্দু বিক্রমের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দুর্গের প্রবেশ পথেই একটি ঢালু পাহাড়। একদিকে পুরাকালের হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি প্রকাণ্ড মিউজিয়ম। সেখানে নানারূপ অদ্ভুত দেবদেবীর প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি। নানাযুগের ও নানাকালের খোদাই করা প্রস্তরশিল্পসম্ভার। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় যুগে স্থাপত্যশিল্প যখন উন্নতির শিখরে উঠেছিল সেই কালের অসংখ্য চিহ্ন সর্বত্র আপন আপন মহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫—)—বাংলা সাহিত্যে তাঁহার লেখা ভ্রমণ কাহিনীর শ্রেষ্ঠ বই 'দেবতাত্মা হিমালয়' ও 'মহাপ্রস্থানের পথে'। তিনি তীর্থযাত্রী মুসাফির বা সন্ন্যাসীর মত সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ও ইতিহাসবিখ্যাত স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। আধুনিক মন ও সাধক ভক্তের অনুভূতি লইয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে একটি চিরকালীন মূল্য রক্ষা করিয়াছেন।

মধ্য ভারতের ইতিহাসবিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গ। হিন্দু ভারতের অসংখ্য পুরাকীর্তি ইহার চারিপাশে। একদিকে বীরত্বের মহিমা আরেকদিকে হৃদয়ের গৌরব,—একদিকে গোয়ালিয়র দুর্গের সম্ভ্রম ও মহিমা আরেকদিকে তানসেনের সমাধি-মন্দির,—হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি একদিকে, আরেকদিকে সুবিখ্যাত সাধু গোউস মহম্মদের বিশাল স্মৃতিমন্দির,—বিচিত্র অথচ এক, ইহাই গোয়ালিয়রের কীর্তি, 'জনপল্লীর সীমানায়' লেখক যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

### শব্দার্থ

পুরাকীর্তি—প্রাচীনকালের সভ্যতার নিদর্শন।

অলীকতা—অসারতা।

মালঞ্চ-বীথিকা—ফুল বাগান।

সমন্বয়বাদী—অনেকের মিলন ও সংহতির আদর্শ যিনি বিশ্বাস করেন।

### প্রশ্ন

১। জনপল্লীর দুইটি বিখ্যাত পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। 'তানসেন সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে'—তানসেন কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কোন্ কথা খাটে?

৩। 'মুসলমান সাধুর প্রতি এই সম্মান বিশেষভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য'—এই মুসলমান সাধু কে? তাঁহার প্রতি কিভাবে সম্মান দেখান হয়? ইহা শ্রদ্ধার যোগ্য কেন?

৪। গোয়ালিয়রের মানমন্দির কি? ইহাকে মানমন্দির বলা হয় কেন? সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দাও।

৫। নীচের কথাগুলির অর্থ ভালভাবে বুঝাইয়া দাওঃ

(ক) 'সমগ্র গোয়ালিয়র তাঁর দেহাবশেষ...........ধন্য হয়েছে।'

(খ) 'সমাধির বেদীতে নিত্য প্রভাতে আরণ্যক ফুল ঝরে পড়ে।'

(গ) 'মহাকালের ভ্রূকুটি............হিন্দু বিক্রমের সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

৬। পরিচয় দাওঃ—তানসেন; জাহানারা; নিজামুদ্দিন আউলিয়া; হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; স্টেট্ রেলওয়ে।

৭। বানান, অর্থ ও ব্যবহার শিখঃ—শহরতলী; প্রতিভূ; দুষ্প্রাপ্য; পৌরসভা; কৃতিত্ব; যানবাহন; চলাচল; শস্যশ্যামল; পুরাকীর্তি; আকর্ষণ; সঙ্গীতশাস্ত্রী; ঐশ্বর্য; আড়ম্বর; আরণ্যক; একান্তে; আত্মনিয়োগ; অধ্যাত্মআত্মা; দেহাবশেষ; স্মৃতিমন্দির; সর্বধর্ম সমন্বয়; আদর্শবাদ; অসামান্য; মহাকালের; ভ্রূকুটি; বীর্যবত্তা; অদ্ভুত; প্রস্তরমূর্তি; সংস্কৃতি; স্থাপত্যশিল্প; অসংখ্য; সাক্ষ্য; আমরণ।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ করঃ—দুষ্প্রাপ্য; উচ্চাশা; উদ্বোধিত; দেহাবশেষ; অত্যুক্তি; নমস্কার; পরম্পরা; সংস্কৃতি; উন্নতি।

৯। পদান্তর সাধন করঃ—(বিশেষ্য হইতে বিশেষণ এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্য)ঃ সমৃদ্ধ; ধর্ম; যোগ্যতা; প্রচুর; আকর্ষণ; আরণ্যক; মধুর; আত্মা; নির্মিত; নীতি; মূর্ত; সাধু; শ্রদ্ধা; যোগ্য; বস্তু; সম্ভ্রম; বিস্তর; গৌরব; অভিহিত; প্রত্যহ; সমগ্র; উন্নতি।

---




—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তরুণ নিমাই পণ্ডিতের নাম যশ, বিদ্যার খ্যাতি, শতশিখায় জ্বলে ওঠে।

একদিন আবাল্য-বন্ধু রঘুনাথের সংগে নৌকোয় গংগায় বেড়াচ্ছেন, সংগে তাঁর ন্যায়ের পুঁথি। প্রচন্ড উৎসাহে সম্প্রতি লেখা শেষ করেছেন, ইচ্ছা রঘুনাথকে পড়ে শোনাবেন। রঘুনাথ ছাড়া তাঁকে বুঝবে কে? নিমাই-এর প্রতিভার অসাধারণত্ব হয়ত রঘুনাথের নেই কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে রঘুনাথের বিদ্যা ও ব্যুৎপত্তির তুলনা নেই।

নিমাই তাঁর পুঁথি থেকে প্রথম কয়েক পাতা রঘুনাথকে শোনান। হঠাৎ পুঁথি থেকে মুখ তুলে রঘুনাথের দিকে চেয়ে দেখেন, রঘুনাথের মুখে ঘন কালো ছায়া। ব্যাকুল হয়ে নিমাই জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো রঘুনাথ? ভাল লাগছে না?

রঘুনাথ কোন কথা বলতে পারেন না, অপরাধীর মত ম্লানমুখে ঘাড় নীচু করে থাকেন।

কি হলো রঘুনাথ?

ব্যথায়-ভাংগা-গলায় রঘুনাথ বলেন, নিমাই তোমাকে আমি বলিনি, আমারও দুরাকাংক্ষা ছিল, ন্যায়ের এমন গ্রন্থ লিখবো, যা থেকে বাংলা দেশে আমার পরিচয় থেকে যাবে!

নিমাই উল্লাসে বলেন, সে তো আনন্দের কথা বন্ধু! কত দূর লিখেছো!

তেমনি ম্লান কণ্ঠে রঘুনাথ বলেন, সম্প্রতি শেষ করেছি! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

রঘুনাথের চোখ ছল ছল করে ওঠে,—নিমাই-এর হাত ধরে বলেন, নিমাই, তোমার বই-এর প্রথম এই ক'পাতা যা আমাকে শোনালে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তোমার বই পেলে আমার বই কেউ পড়বে না। আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হলো।

পণ্ডিত নিমাই শুধু পুঁথির পণ্ডিত নন ; মহা-রসিক তিনি। সেই তরুণ বয়সেই পুঁথির মতন সহজভাবে গভীরভাবে পড়তে শিখেছেন মানুষের মন।

রঘুনাথের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন, রঘুনাথের অন্তরে ব্যর্থ-বিদ্যার প্রচণ্ড বেদনা!

রঘুনাথের কাঁধে হাত রেখে হেসে নিমাই বলেন, এর জন্যে এত দুঃখ তুমি পাচ্ছো রঘুনাথ! আমি যদি জানতাম তুমি লিখছো, আমি কখনই কলম ছুঁতাম না। এখানে শুধু তুমি আর আমি, বাইরে ঢোলে ন্যায়ের যত জয় কীর্তনই করি না কেন, আমরা তো অন্তরে বুঝি, ন্যায়-শাস্ত্র অফলা গাছ। তুমি দুঃখ করো না বন্ধু, এই আমার ন্যায়ের পুঁথি গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম।

রঘুনাথ চীৎকার করে ওঠেন, কর কি, কর কি নিমাই?

ততক্ষণে নিমাই গঙ্গার জলে তাঁর পুঁথি ফেলে দিয়েছেন।

(সংক্ষেপিত)

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫—১৯৭৩), জন্ম কলিকাতায়। গ্রন্থ—'মজার গল্প', 'জনকজননী', 'সোনার ভারত' ইত্যাদি। অনুবাদ করেন—গোর্কীর 'মা' ও মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দের 'কুলি'। তাঁর লেখা বই ও গল্প পড়ে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি শিক্ষা লাভ করা যায়।

মানুষের জন্যে উজাড়-করা ভালবাসা নিয়ে যাঁরা জন্মান, যাঁদের মধ্যে সর্বজীবে দয়া ও প্রেম সমান, যাঁরা জীবের দুঃখ, ব্যথা, অভাব দূর করেন, যাঁরা সব রকমে মানুষকে পূরণ করেন তাঁরাই হলেন পুরুষোত্তম। তাঁরা জগতের মূল পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মানুষ হয়ে জন্মান। আমরা তাঁদের দেখে ঈশ্বর কেমন অনেকটা ধারণা করতে পারি। তাই তাঁদের আমরা বলি পুরুষোত্তম বা পুরুষের উত্তম রূপ, বিশেষ রূপ। আলোচ্য গল্পে পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য,—তখনও তিনি পুরুষোত্তম বলে প্রচারিত হননি,—কিন্তু যাঁর মধ্যে পুরুষোত্তমের লক্ষণ তখনই দেখা গিয়েছিল, সেই তরুণ

শ্রীচৈতন্যের বন্ধু ন্যায়ের পণ্ডিত রঘুনাথ ক্ষুণ্ণ বোধ করেছেন বা ছোট মনে করেছেন ভেবে তিনি তাঁর লেখা ন্যায়ের পুঁথি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন। তিনি জানতেন ন্যায়ের পুঁথির চেয়ে ভালবাসার হৃদয় অনেক বড়।

### শব্দার্থ

প্রতিভা—নূতনভাবে কিছু সৃষ্টির বুদ্ধি বা ক্ষমতা।
অসাধারণত্ব—যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন ভাব।
দুরাকাঙ্ক্ষা—যে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা সহজে পূরণ করা যায় না।
উল্লাস—আনন্দ।

### প্রশ্ন

১। তরুণ নিমাই পণ্ডিত কে? তিনি কাহার সঙ্গে নৌকায় গঙ্গায় বেড়াইতেছিলেন? তাঁহার সঙ্গে কি ছিল? তিনি তাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন কেন?

২। 'রঘুনাথের মুখে ঘন কালো ছায়া'—'রঘুনাথ' কে? তাঁহার মুখে ঘন কালো ছায়া কেন?

৩। 'তোমার বই পেলে আমার বই কেউ পড়বে না।'—'তোমার' ও 'আমার' বলিতে কাহাদের বুঝানো হইয়াছে? তাঁহাদের কোন্ বইয়ের কথা বলা হইয়াছে? বক্তা এই ধরনের মন্তব্য কেন করিলেন?

৪। 'আমি যদি জানতাম তুমি লিখছো, আমি কখনই কলম ছুঁতাম না।'—'আমি' ও 'তুমি' ব্যক্তিদ্বয় কে কে? তাঁহারা কি লিখিতেছিলেন? 'কখনই কলম ছুঁতাম না'—এমন কথা বক্তা কেন বলিলেন? তাঁহার একথা যে খাঁটি তাহা কিভাবে বুঝা যায়?

৫। নীচের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাওঃ—

(ক) 'তরুণ নিমাই পণ্ডিতের নাম যশ.........জ্বলে ওঠে।'
(খ) 'রঘুনাথ কোনো কথা বলতে পারেন না.........নীচু করে থাকেন।'
(গ) 'পণ্ডিত নিমাই শুধু পুঁথির পণ্ডিত নন্; রহস্যরসিক তিনি।'
(ঘ) 'ন্যায়-শাস্ত্র অফলা গাছ।'

৬। নিমাইয়ের চরিত্র তোমার কেমন লাগিয়াছে তাহা সংক্ষেপে লিখ।

৭। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা করঃ—খ্যাতি ; শতশিখায় ; আবাল্য-বন্ধু ; ব্যুৎপত্তি ; কালোছায়া ; ম্লানমুখে ; ব্যথায় ভাঙ্গা ; দুরাকাঙ্ক্ষা ; ম্লানকণ্ঠে ; সম্প্রতি ; ছল্ ছল্ ; সহজভাবে ; গভীরভাবে ; ব্যর্থ-বিদ্যা ; জয়-কীর্তন ; অফলা।

৮। বানান শিখঃ—কীর্তন ; চীৎকার ; দুঃখ ; ন্যায়-শাস্ত্র ;সম্প্রতি ; শেষ ; দুরাকাঙ্ক্ষা ; ব্যথা ; অপরাধী ; ব্যাকুল ; অসাধারণত্ব ; ব্যুৎপত্তি ; খ্যাতি।

৯। বাঁদিকের উদ্দেশ্য অংশের সঙ্গে ডানদিকের বিধেয় অংশ ঠিকমত জুড়িয়া বাক্য রচনা করঃ—

| উদ্দেশ্য | বিধেয় |
| --- | --- |
| (ক) তাঁর বিদ্যার খ্যাতি | পুঁথির মত পড়তে শিখেছেন মানুষের মন। |
| (খ) নিমাই | ম্লান মুখে ঘাড় নীচু করে থাকেন। |
| (গ) রঘুনাথ | শত শিখায় জ্বলে ওঠে। |




চাঁদকে লইয়া মানুষের কত স্বপ্ন ছিল ; কত গল্প, কত গান, কত কবিতা ছিল। সেই সুন্দর রূপকথার চাঁদ আজ মানুষের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

চাঁদ পৃথিবীর পুত্র। পৃথিবীর দেহ হইতেই চাঁদের সৃষ্টি। কোটি কোটি বৎসর আগে পৃথিবী একটি আগুনে-ভরা গ্যাসের পিণ্ড ছিল। পৃথিবী তখন শূন্যলোকে তীব্রগতিতে ঘুরপাক খাইতেছিল। এই সময় পৃথিবীর দেহ হইতে একটি টুকরা ছিটকাইয়া বাহির হইয়া যায়। পৃথিবীর দেহ-চ্যুত এই টুকরাটিই চন্দ্র বা চাঁদ। এই চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

এত কাছের উপগ্রহ চন্দ্রকে লইয়া বিজ্ঞানীরা চিরকালই গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের পুরাণের গল্পে আছে, নারদ মুনি ঢেঁকিতে চড়িয়া চতুর্দশ ভুবন ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মনে হয় নারদ আধুনিক রকেটের মত দেখিতে ঢেঁকি-গাড়িতে চড়িয়া গ্রহে ও উপগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইহা কল্পনাও হইতে পারে। এই বিষয়ে কোন খাঁটি বিজ্ঞান-সম্মত তথ্য আমরা জানিতে পারি না। তবে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞানী বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্যভট্ট চাঁদের অনেক কথা আমাদের জানাইয়াছেন। পৃথিবী গোলাকার ; ইহা নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে ; চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় ; চন্দ্রগ্রহণের কারণ রাহুর চাঁদকে গ্রাস করিয়া লওয়া নহে, সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবীর আসিয়া পড়াই তাহার কারণ,—এ সব কথা আর্যভট্ট প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন।

এই ভাবে যুগ যুগ ধরিয়া চাঁদকে লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। এই কারণেই আমরা চাঁদে হাত বাড়াইতে চাই। এই কৌতূহল মানুষকে জয়ের নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। মানুষ এখন মহাকাশ জয় করিতে চায়। পৃথিবীর আকাশ সীমার

বাহিরে এই মহাকাশ; লক্ষ কোটি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাকাশ। একদিন মানুষ এই মহাকাশ জয় করিবে, গ্রহে উপগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

৪ঠা অক্টোবর—১৯৫৭ সাল। দিনটি মনে রাখিবার মত। সেদিন মানুষের হাতে গড়া চাঁদ মহাকাশে উঠিয়াছিল। তারপর রাশিয়া ও আমেরিকা পর পর অনেকবার মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় ও অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। তারপর সুরু হইল চাঁদে যাইবার প্রস্তুতি। সোভিয়েত লুনিক-৩ চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠের ছবি তুলিয়া আনিল। তারপর আমেরিকার অ্যাপোলো মহাকাশযানের অভিযান। অ্যাপোলো অভিযানের প্রধান লক্ষ্য চাঁদের দেশে যাওয়া। এতদিনের স্বপ্ন দেখা বুঝি এইবার সফল হইবে। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই অ্যাপোলো-১১ নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডুইন অলড্রিনকে লইয়া চাঁদের উদ্দেশে রওনা হইল। চাঁদে প্রথম পেঁছিবার বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব আমেরিকা অর্জন করিল।

চাঁদের দেশের অনেক কথা এপর্যন্ত আমরা জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীর মত সেখানে বাতাস, জল, বৃষ্টি কিছুই নাই। চাঁদের মাটি উঁচু-নীচু, চারিদিকে ছোট ছোট গোল পাহাড়। নানা রংয়ের পাথর চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কালোরঙের ধুলা সেখানে সব জায়গায়। চাঁদের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক কম, পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীতে এক মণ ওজনের একজন মানুষ চাঁদে গিয়া কেবল ছয় কি সাত সের ওজনের হইবে। সেখানে কোন গাছপালা, পশু-পাখী, মানুষ কিছুই নাই। যে আলো, বাতাস ও তাপ মানুষের বাঁচিবার জন্য দরকার তাহা সেখানে নাই। তাই চাঁদ এখনও মানুষের বাসের উপযোগী নহে। মানুষের বাঁচিবার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। এই অক্সিজেনও সেখানে নাই। এই পর্যন্ত চাঁদে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন নিয়া গিয়াছেন। সেখানে মানুষের খাইবার মত কোন খাদ্য নাই! শ্যাওলার মত একরকম জিনিস চাষ করিয়া মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায় কি না বৈজ্ঞানিকগণ তাহার জন্য গবেষণা করিতেছেন। চাঁদের পাথর হইতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও বৈজ্ঞানিকগণ করিতেছেন। সেখানে বাতাস না থাকায় দিন ও রাত্রির তাপমাত্রা স্থির হইয়া আছে। আলো হইতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলে এত বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে যে একমুহূর্তও মানুষ সেই ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা

করিতেছেন চাঁদের মাটির তলায় মানুষের বাঁচিয়া থাকার মত ব্যবস্থা যাহাতে করা যায়। যদি কোন দিন মানুষ চাঁদে বাস করিতে পারে তবে মানুষের পরমায়ু হয়তো অনেক বাড়িয়া যাইবে। সেখানে দেহের ওজন কম থাকিবার দরুণ হৃদ্‌যন্ত্রের উপর রক্তের চাপ কম পড়িবে, তাই হৃদ্‌যন্ত্র বেশী ক্ষয় হইবে না। পৃথিবীতে যে সব মানুষ হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইবে পৃথিবীর ডাক্তাররা তখন হয়তো সেই সব মানুষকে চাঁদের দেশে বায়ু পরিবর্তনে পাঠাইবে। এসব কথা ভাবিতেও কেমন মজা লাগে।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

বর্তমান যুগকে 'মহাকাশ যুগ' বলা হয়। এই যুগে মানুষ মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছে। চাঁদে মানুষ নামিয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আবার ঠিক সময়ে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। মানুষ আবার সেখানে যাইবে, বাস করিবে,—ওখানে বসিয়া গবেষণা করিবে।

### শব্দার্থ

শূন্যলোক—আকাশ।  দেহচ্যুত—দেহ হইতে ছাড়িয়া যাওয়া।
গবেষণা—কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও পরীক্ষা করা।
কৌতূহল—কোন অজানা বিষয় জানিবার আগ্রহ।

### প্রশ্ন

১। চাঁদকে পৃথিবীর পুত্র বলা হয় কেন?

২। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ কেন বলা হয়?

৩। আর্যভট্ট চাঁদ সম্বন্ধে আমাদিগকে কি সংবাদ দিয়াছেন?

৪। সর্বপ্রথম কোন্ দেশ চাঁদে নামে?

৫। চাঁদের দেশ কি মানুষের পক্ষে এখন বাসের উপযোগী? চাঁদের দেশের একটি প্রাকৃতিক বিবরণ দাও।

৬। বাক্য রচনা করঃ—ধরা পড়া ; তীব্রগতিতে ; দেহচ্যুত ; প্রতিবেশী ; গবেষণা ; কৌতূহল ; কৃতিত্ব।

৭। শূন্যস্থান পূরণ করঃ—চাঁদ পৃথিবীর—। নারদ মুনি—চাড়িয়া চতুর্দশ—ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সূর্য ও—মাঝখানে—আসিয়া পড়াই চন্দ্রগ্রহণের কারণ। সোভিয়েত লুনিক-৩ চাঁদের—পৃষ্ঠের—তুলিয়া আনিল।

---




—কুমারেশ ঘোষ

জেলেরা ॥ জয় রাণী রাসমণির জয়। জয় রাণী রাসমণির জয়। জয় রাণী রাসমণির জয়।

১ম জেলে ॥ ধন্য রাণী রাসমণি রমণীর মণি।
বাংলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি॥

প্রহরী ॥ কেয়া হুয়া? তুমলোক এতনা হল্লা কাঁহে করতা?

২য় জেলে ॥ আরে, বাবা, জানো না তো কেয়া হলো?

৩য় জেলে ॥ আরে তুইও যেমন! ও ইলিশ মাছের কি বুঝবে?

১ম জেলে ॥ ঠিক বটে। ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস!

প্রহরী ॥ আরে, কেয়া হুয়া বোলো তো!

২য় জেলে ॥ ইলিশ মাছ—ইলিশ মাছ!

প্রহরী ॥ হাঁ—হাঁ—মছলি—

৩য় জেলে ॥ গঙ্গায় আবার মজা করে ধরবো—সরকারকে খাজনা দিতে হবে না।

প্রহরী ॥ কাহে?

১ম জেলে ॥ কাহে আবার! ইংরেজ সরকার খাজনা তলব করলো—বললো, গঙ্গায় মাছ ধরতে গেলে জেলেদের খাজনা দিতে হবে। আমরা বললাম, তা কেন? আমাদের বাপ-পিতাম' এতদিন গঙ্গায় মাছ ধরলো—কই কোন দিন তো খাজনার কথা ওঠে নাই। না, দিব না খাজনা।

প্রহরী ॥ তো? পাকার লিয়া তোমলোককো?

২য় জেলে ॥ ইল্লি আর কি? ছেলের হাতে মোয়া! গেলাম রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ি। তাঁর পায়ে পড়লাম ; বললাম হুজুর বাঁচান। তা উনি বললেন. সরকারের হুকুম। ওর নড়চড় হবার উপায় নেই।

৩য় জেলে ॥ শেষে. আমিই তো বললাম. চল্ যাই রাণীমার কাছে।

১ম ও২য় জেলে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ. তুইই মতলবটা দিয়েছিলিস বটে।

৩য় জেলে ॥ তোরা তো বললি ইস্ত্রিলোক—ইংরেজ সরকারের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? তা এখন?

প্রহরী ॥ কেয়া হুয়া?

৩য় জেলে ॥ আরে বাবা. একেবারে হুক্কা হুয়া! তোম্ জানতা নেই তোমার মনিব কেত্তা বড় হ্যায়। একদম মা ঠাকরুণ (তিনজনেই রাণীর উদ্দেশ্যে নমস্কার)। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমরা এসে পড়লাম রাণীমা ঠাকরুণের পায়ে।

১ম জেলে ॥ তখন রাণীমা কি করলেন জানতা হ্যায়?

প্রহরী ॥ কেয়া?

২য় জেলে ॥ ঘুসুড়ী থেকে মেটেবুরুজ তক রাণীমা সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকায় গঙ্গা নদী জমা নিয়ে দাঁড় দিয়ে মা গঙ্গাকে বাঁধে ফ্যাললেন।

৩য় জেলে ॥ ব্যস। আমরা মাছ ধরতি লাগলাম। আর ওদিকে নৌকো ইস্টীমার জাহাজ সব আসা বন্ধ হই গেল। দেখে সরকারের তো চক্ষু চড়কগাছ! বললে. আরে বাবা. মেয়ে মানুষের পেটে এত বুদ্ধি!

১ম জেলে ॥ তখন সরকার রাণীমা ঠাকরুণের পায়ে এসে পড়লেন,—আপনার দাঁড় খোলেন, আপনার পেরজাদের আর মাছ ধরবার জন্য খাজনা দিতে হবে না।

প্রহরী ॥ এইসা?

২য় জেলে ॥ হ্যাঁ, এইসা!—

সকলে ॥ জয় রাণী রাসমণির জয়।

(এমন সময় বাইরে থেকে সদরে মথুর বিশ্বাসের প্রবেশ)

মথুরবাবু ॥ কি রে? তোরা সব আগেই এসে হাজির হয়েচিস?

১ম জেলে ॥ হ্যাঁ জামাইবাবু। খাজনা মাপের আনন্দ আর চেপে রাখতি পারলাম না। তাই ছুটে এলাম রাণীমাকে প্রণাম করতে।

মথুরবাবু ॥ বেশ বেশ। দাঁড়া তোরা, মাকে খবর দিই।

[ মথুরবাবুর অন্দর-মঞ্চে প্রবেশ এবং অন্দর থেকে রাণী রাসমণির প্রবেশ ]

রাণী ॥ কী মথুর? বাইরে যেন গোলমাল শুনলাম। কী ব্যাপার?

মথুরবাবু ॥ মা আপনার জয় হয়েচে। ইংরেজ সরকার গঙ্গার বাঁধন খুলে দিতে বলেচেন। বলেচেন ভবিষ্যতে আর কখনও গঙ্গায় মাছ ধরতে জেলেদের খাজনা দিতে হবে না। সে খবরটা আপনাকে দেবার আগে ওরাই এসেচে আপনাকে খবরটা দিতে।

রাণী ॥ বেশ, বেশ। ওদের বলো, আমি ওদের আশীর্বাদ করচি। আর ওরা সকলে যেন আজ এখানে রঘুনাথ জীউর প্রসাদ পেয়ে যায়।

মথুরবাবু ॥ আচ্ছা মা, বলচি।

[ মথুরবাবু সদর মঞ্চে এলেন ]

রাণীমা তোমাদের আশীর্বাদ করচেন আর আজ তোমরা সবাই এখানে রঘুনাথ জীউর প্রসাদ পেয়ে যাবে।

জেলেরা ॥ জয় রাণী রাসমণির জয়। জয় রাণী রাসমণির জয়। জয় রাণী রাসমণির জয়।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

কুমারেশ ঘোষ (১৯১৯—)। হাস্যরসাত্মক ও সমালোচনামূলক গল্প ও প্রবন্ধ রচয়িতা। তাঁহার লেখা 'ভাঙগাগড়া', 'ওগো মেয়ে সাবধান', 'ম্যানিয়া' (নাটক) বইগুলি বিখ্যাত।

রমণীদিগের মধ্যে যিনি শিরোমণি বা শ্রেষ্ঠ রত্নতুল্য তিনি 'রমণী শিরোমণি'। শিরোমণি মানে হইল মাথায় থাকে এমন মণি বা মূল্যবান রত্ন। দেহের মধ্যে যত অঙ্গ আছে 'মাথা' তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে শিরঃ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'শিরোমণি' কথার আসল অর্থ হইল 'শ্রেষ্ঠ মণি বা রত্ন'। নারী সমাজে শ্রেষ্ঠ রত্নতুল্য রাণী রাসমণিকে তাই 'রমণী শিরোমণি' বলা হইয়াছে।

রাণী রাসমণিকে প্রজারা 'রাণীমা' বলিয়া ডাকিত। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, ভক্তিমতী ও দয়াবতী নারী। বেশীদিনের কথা নয়, ঊনিশ শতকের শেষের দিকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবিত ছিলেন, তখন এই রাণী রাসমণি বাংলাদেশে সকলের মুখে মুখে একটি নাম। কলিকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে যে কালীমন্দির আছে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পূজারীঠাকুর হইয়া আসিয়া পরবর্তীকালে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ রূপে জগতে পরিচিত হন, সেই কালী মন্দির রাণী রাসমণি করিয়া দিয়াছিলেন।

'রমণী-শিরোমণি'—নাট্যাংশে তোমরা রাণী রাসমণির দয়া, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও ভক্তিভাবের পরিচয় পাইবে। আর পাইবে তাঁহার প্রতি প্রজাদের অনুগত ভাব, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয়। তাঁহার চেষ্টায় ইংরেজ সরকার জেলেদের গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য খাজনা মকুব করিয়া দিতে বাধ্য হন। কি কৌশলে তিনি তাহা করিয়াছিলেন এই গল্পে তাহার বর্ণনা আছে।

**শব্দার্থ**

'বাপ-পিতাম'—বাপ-ঠাকুরদা ('পূর্বপুরুষ' অর্থে)। সদরে—বাহিরে। তলব করল—দাবী করল। ছেলের হাতের মোয়া—অতি সহজে যাহা পাওয়া যায়। চক্ষু চড়কগাছ—কোন বিপদ আশংকা করিয়া ভয় ও বিস্ময়ের ভাব।

| হিন্দী | বাংলা |
|---|---|
| তুমলোক | —তোমরা। |
| এতনা | —এত বেশি। |
| মছলি | —মাছ। |
| পাকার লিয়া | —আটক করিল। |
| এইসা | —এই রকম। |

ভাগীরথী অঞ্চলের সাধারণ জেলে, মজুর, চাষীদের মুখে মুখে যে সব কথা সব সময় শোনা যায় এমন কয়েকটি কথার মানে করিয়া এই কাহিনী হইতে এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল।

ইস্ত্রিলোক—স্ত্রীলোক। বাধে ফ্যাললেন—বেঁধে ফেললেন। রাখতি—রাখতে। পেরজাদের—প্রজাদের।

**প্রশ্ন**

১। 'ও ইলিশ মাছের কি বুঝবে?'—'ও' বলতে কাহাকে বুঝানো হইয়াছে? 'ও' ইলিশ মাছের কথা বুঝিবে না কেন? বক্তা 'ইলিশ মাছের' কি বুঝিয়াছে?

২। 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস!'—এই কথাটির মূলভাব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। 'সরকারকে খাজনা দিতে হবে না।'—এই কথাটি কে বলিয়াছিল? সরকারকে খাজনা দিতে হইবে না কেন?

৪। 'দাঁড় দিয়ে মা গঙ্গাকে বাঁধে ফ্যাললেন'—কে ও কেন মা গঙ্গাকে বাঁধিলেন? তাহাতে কাহার কি সুবিধা ও অসুবিধা হইল?

৫। মথুরবাবু কে ছিলেন? রাণী রাসমণির বাড়ি তিনি কেন আসিয়াছিলেন?

৬। রাণী রাসমণি জেলেদের কিভাবে আপ্যায়িত করিলেন?

৭। পরিচয় দাও ঃ—রাজা-রাধাকান্ত দেব ; গোবিন্দ দাস ; রঘুনাথ জীউর প্রসাদ

# বিপ্লবী মহানায়ক



—মনোরঞ্জন ঘোষ

সাংহাইয়ের জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করেন রাজা পি, এন্, ঠাকুর। তিনি ব্যবস্থা করলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য একটি জার্মান জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার।

তখন যুদ্ধ চলছে। জার্মান দূতাবাসের উপর ইংরাজ সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা নজর রেখেছে। ভারতে অস্ত্রবাহী জার্মান জাহাজকে তারা সমুদ্র পথেই আটকে ফেলে। তারা অনুসন্ধান শুরু করে, কে এই পি, এন্, ঠাকুর?

শোনে রাজা পি, এন্, ঠাকুর হচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশের একজন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী। রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে শীগ্‌গীর জাপান যাবেন, তাই পি, এন্, ঠাকুর আগে ভাগে সেখানে গিয়ে সব ব্যবস্থা করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে জাপানে গেছেন।

খবরটা শুনে সাংহাইয়ের ইংরাজ কর্তাদের খট্‌কা লাগে, রবীন্দ্রনাথ তো জাপান গভর্ণমেণ্টের অতিথি, তাঁর সব ব্যবস্থা তো জাপান গভর্ণমেণ্টই করবে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারীর তো তাঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত। খোঁজ, খোঁজ! কে এই সেক্রেটারী? নিশ্চয় জাল পাসপোর্ট।

ভারতে বেতারে সংবাদ এলঃ পি, এন্, ঠাকুর সম্বন্ধে সব তথ্য পাঠাও।

বাংলার গোয়েন্দারা অনুসন্ধান করে জানল, পি. এন্. ঠাকুর নামে কোন সেক্রেটারী রবীন্দ্রনাথের কস্মিনকালেও নেই।

তাহলে? ওই নিশ্চয় রাসবিহারী বসু। বেতারে খবর পাঠানো হয় ওকে

'রমণী-শিরোমণি'—নাট্যাংশে তোমরা রাণী রাসমণির দয়া, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও ভক্তিভাবের পরিচয় পাইবে। আর পাইবে তাঁহার প্রতি প্রজাদের অনুগত ভাব, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয়। তাঁহার চেষ্টায় ইংরেজ সরকার জেলেদের গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য খাজনা মকুব করিয়া দিতে বাধ্য হন। কি কৌশলে তিনি তাহা করিয়াছিলেন এই গল্পে তাহার বর্ণনা আছে।

## শব্দার্থ

'বাপ-পিতাম'—বাপ-ঠাকুরদা ('পূর্বপুরুষ' অর্থে)। সদরে—বাহিরে। তলব করল—দাবী করল। ছেলের হাতের মোয়া—অতি সহজে যাহা পাওয়া যায়। চক্ষু চড়কগাছ—কোন বিপদ আশংকা করিয়া ভয় ও বিস্ময়ের ভাব।

| হিন্দী | বাংলা |
|---|---|
| তুমলোক | —তোমরা। |
| এতনা | —এত বেশি। |
| মছলি | —মাছ। |
| পাকার লিয়া | —আটক করিল। |
| এইসা | —এই রকম। |

ভাগীরথী অঞ্চলের সাধারণ জেলে, মজুর, চাষীদের মুখে মুখে যে সব কথা সব সময় শোনা যায় এমন কয়েকটি কথার মানে করিয়া এই কাহিনী হইতে এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল।

ইস্ত্রিলোক—স্ত্রীলোক। বাধে ফ্যাললেন—বেঁধে ফেললেন।
রাখতি—রাখতে। পেরজাদের—প্রজাদের।

## প্রশ্ন

১। 'ও ইলিশ মাছের কি বুঝবে?'—'ও' বলতে কাহাকে বুঝানো হইয়াছে? 'ও' ইলিশ মাছের কথা বুঝিবে না কেন? বক্তা 'ইলিশ মাছের' কি বুঝিয়াছে?

২। 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস!'—এই কথাটির মূলভাব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। 'সরকারকে খাজনা দিতে হবে না।'—এই কথাটি কে বলিয়াছিল? সরকারকে খাজনা দিতে হইবে না কেন?

৪। 'দাঁড় দিয়ে মা গঙ্গাকে বাঁধে ফ্যাললেন'—কে ও কেন মা গঙ্গাকে বাঁধিলেন? তাহাতে কাহার কি সুবিধা ও অসুবিধা হইল?

৫। মথুরবাবু কে ছিলেন? রাণী রাসমণির বাড়ি তিনি কেন আসিয়াছিলেন?

৬। রাণী রাসমণি জেলেদের কিভাবে আপ্যায়িত করিলেন?

৭। পরিচয় দাও ঃ—রাজা-রাধাকান্ত দেব ; গোবিন্দ দাস ; রঘুনাথ জীউর প্রসাদ




—মনোরঞ্জন ঘোষ

সাংহাইয়ের জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করেন রাজা পি, এন্, ঠাকুর। তিনি ব্যবস্থা করলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য একটি জার্মান জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার।

তখন যুদ্ধ চলছে। জার্মান দূতাবাসের উপর ইংরাজ সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা নজর রেখেছে। ভারতে অস্ত্রবাহী জার্মান জাহাজকে তারা সমুদ্র পথেই আটকে ফেলে। তারা অনুসন্ধান শুরু করে, কে এই পি, এন্, ঠাকুর?

শোনে রাজা পি, এন্, ঠাকুর হচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশের একজন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী। রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে শীগ্‌গীর জাপান যাবেন, তাই পি, এন্, ঠাকুর আগে ভাগে সেখানে গিয়ে সব ব্যবস্থা করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে জাপানে গেছেন।

খবরটা শুনে সাংহাইয়ের ইংরাজ কর্তাদের খট্‌কা লাগে, রবীন্দ্রনাথ তো জাপান গভর্ণমেণ্টের অতিথি, তাঁর সব ব্যবস্থা তো জাপান গভর্ণমেণ্টই করবে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারীর তো তাঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত। খোঁজ, খোঁজ! কে এই সেক্রেটারী? নিশ্চয় জাল পাসপোর্ট।

ভারতে বেতারে সংবাদ এলঃ পি; এন্, ঠাকুর সম্বন্ধে সব তথ্য পাঠাও।

বাংলার গোয়েন্দারা অনুসন্ধান করে জানল, পি. এন.্ ঠাকুর নামে কোন সেক্রেটারী রবীন্দ্রনাথের কস্মিনকালেও নেই।

তাহলে? ওই নিশ্চয় রাসবিহারী বসু। বেতারে খবর পাঠানো হয় ওকে

গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠাও। এখানে ফাঁসিকাঠ ওর জন্য রেডি করে রাখা আছে।

কিন্তু পি, এন্, ঠাকুর ততক্ষণে টোকিও পৌঁছে গেছেন এবং হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। টোকিওর বৃটিশ ফরেন-অফিস জাপানস্থ ভারতীয় প্রজাদের তন্ন তন্ন করে গোপনে পরীক্ষা শুরু করল। তারা টের পেল একটি ভারতীয় ছাত্র ডাক্তারী পড়ার জন্য জাপান থেকে কানাডা যাওয়ার চেষ্টা করছে। ছাত্রটির গতিবিধি সন্দেহজনক। সে জাপান প্রবাসী পাঞ্জাবের নেতা লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছে, প্রায়ই লালাজীর হোটেলে গিয়ে দেখা করে। ছাত্রটির বেশভূষাও কেমন যেন। সব সময়ে পায়ে মোজা, হাতে গ্লাভস। ভারতে গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আছে রাসবিহারীর পা বেনারসে বোমাতে জখম হয়েছিল আর তার হাত কলকাতাতে রিভলভারে।

তাহলে এই মেডিক্যাল ছাত্র নিশ্চয় রাসবিহারী। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ইংরাজ সরাসরি তাকে জাপানে গ্রেপ্তার করতে পারে না, জাপানী পুলিসের মারফৎ করতে হবে। ইংরাজ সরকার তার মিত্ররাষ্ট্র জাপান সরকারের উপর চাপ দিল ওকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য।

জাপানী পুলিস রাসবিহারীর পিছু নিল। রাসবিহারী আর এক বাঙালী বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্তকে নিয়ে আশ্রয়ের আশায় গেলেন জাপানের সরকার-বিরোধী পক্ষের নেতা মিৎসুরু তোয়ামার কাছে। স্বয়ং পুলিস কমিশনার রাসবিহারীর ট্যাক্সিকে অনুসরণ করে দলবল নিয়ে তোয়ামার বাড়ীর সামনে অপেক্ষা করেন, বের হলেই দুই বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে ইংরাজের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু "যে পথ দিয়ে এসেছিল পাঠান, সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।" তোয়ামার বাড়ীর সামনে পুলিস বৃথাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে। শেষে অধৈর্য হয়ে বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখল, দোরগোড়ায় দুই বাঙালী বিপ্লবীর দু জোড়া জুতো পড়ে আছে—জাপানী ও ইংরাজ পুলিসের জন্য। তোয়ামার সাহায্যে বাড়ীর খিড়কির দরজা দিয়ে জাপানীর ছদ্মবেশে কিমানো ও স্লিপার পরে তাঁরা দুজনে পালিয়ে গেছেন।

তোয়ামার নির্দেশ মতো রাসবিহারী সাত বৎসর আত্মগোপন করে থাকেন, কারণ জাপানী নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে সে দেশের আইন অনুসারে সাত বৎসর বসবাস করতে হবে। আর একবার জাপানী নাগরিকত্ব পেলে ইংরাজ কিছু

করতে পারবে না, তাদের আইন-কানুন তখন স্বাধীন জাপানের নাগরিকের উপর খাটবে না।

ইংরাজ ও জাপানী পুলিস গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি সাত বছরের মধ্যে সতেরোবার বাড়ী বদলে আত্মগোপন করে থাকেন। 'উদিত সূর্যের দেশ' জাপানে তিনি সূর্যালোকহীন অন্ধকার ঘরে বসে প্রহর গুণে যান কবে তাঁর আত্মপ্রকাশের কাল আসবে আর আসবে ভারতের 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলবার কাল।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

মনোরঞ্জন ঘোষ—শিশু-কিশোরদের উপযোগী গল্প ও প্রবন্ধ রচয়িতা। জাতীয় ভাব ও নীতিশিক্ষা তাঁহার লেখায় বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪—১৯) রাসবিহারী বসু ভারত হইতে পি. এন্. ঠাকুর ছদ্মনামে পলাইয়া যান প্রথমে সাংহাইয়ে, পরে সেখান হইতে টোকিওতে। উদ্দেশ্য যুদ্ধচলাকালে ইংরেজদের বিরোধী শক্তির সাহায্য নিয়া বিদেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভারতে পাঠানো, এবং তা ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারিল পি, এন্, ঠাকুর নিশ্চয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। জাপানী পুলিশের সাহায্য নিয়া ইংরেজ সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিল। সাত বছরে সতেরোবার বাড়ি বদল করিয়া তিনি টোকিওতে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য, সাত বছর পরে জাপানের নাগরিকত্ব নিয়া সেখান হইতে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করা।

## শব্দার্থ

কন্সাল—এটি ইংরেজী শব্দ ( consul )। 'কনসালকে' বাংলায় বলে 'বাণিজ্য দূত'। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের 'ব্যবসা-বাণিজ্যের' ব্যবস্থা করা, নিজের দেশের স্বার্থ দেখা কনসালদের কাজ।

পাসপোর্ট—এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাওয়ার সরকারী অনুমতিপত্র।

কস্মিনকালেও—কোনও দিন।

ফরেন-অফিস—(ইংরেজী শব্দ) বিদেশ দপ্তর। বিদেশের সঙ্গে জরুরী সরকারী কাজকর্মের জন্য একদেশের সরকারের অন্যদেশে এরূপ অফিস বা দপ্তর থাকে।

আন্তর্জাতিক—বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক।

## প্রশ্ন

১। পি, এন্, ঠাকুর ছদ্মনামে কে সাংহাই গিয়াছিলেন? ছদ্মনামের উদ্দেশ্য কি?

২। ইংরাজ কর্তারা কি করিয়া বুঝিলেন পি, এন্, ঠাকুরই আসলে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু?

৩। টোকিওতে রাসবিহারী বসু কোথায় ছিলেন? তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুলিস কি করিয়াছিল?

৪। 'দোর গোড়ায় দুই বাঙ্গালী বিপ্লবীর দু'জোড়া জুতো পড়ে আছে—জাপানী ও ইংরাজ পুলিসের জন্য।'—দুই বাঙ্গালী বিপ্লবী কে কে? তাঁহাদের জুতা দোরগোড়ায় পড়িয়া আছে কেন?

৫। "আর আসবে ভারতের 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' খুলবার কাল।"—'নূতন... দ্বার'—বাক্যাংশের মানে কি? কিভাবে ভারতে তা আসিবে?

৬। কিন্তু 'যে পথ দিয়ে এসেছিল পাঠান, সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর। কি অর্থে এই পংক্তিটি রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে?

৭। পরিচয় দাওঃ—লালা লাজপৎ রায়; উদিত সূর্যের দেশ; মিৎসুরু তোয়ামা।

৮। বাক্য রচনা করঃ—আগে ভাগে; তন্ন তন্ন করে; খটকা লাগা; হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া; আন্তর্জাতিক; প্রহর গুণে যাওয়া।



# পশু-পাখীর মজার কথা

—শ্যামাপদ কর্মকার

জন্তু-জানোয়ার নিয়ে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে অনেক গল্প কবিতা রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখী আমরা বাড়ীতে পুষি। এরা যেমন মানুষের অনেক উপকার করে, তেমনি আবার এদের নিয়ে মাঝে মাঝে কত না ঝামেলায় পড়তে হয়।

এইতো বছর তিন আগে ইংল্যান্ডের এক প্রদর্শনীতে একটা ভারতীয় ময়না পাখী এক কান্ড করে বসেছিল। পাখীটার নাম ইকো। একদিন রাণী এলিজাবেথ প্রদর্শনী দেখতে এসে তাকে কথা বলতে বললে সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—"শাট আপ" অর্থাৎ চুপ রও! পরে আর কোন খবর না পাওয়ায় মনে হচ্ছে রাণী এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকাই উচিত মনে করে তা নিয়ে আর মাথা ঘামান নি।

ক বছর আগে ইংল্যান্ডের এক চিড়িয়াখানায় হ্যারি নামে এক জলহস্তী সহসা তার রক্ষক সতের বছরের ছেলে রিচার্ডকে মুখে পুরে চার ফুট গভীর এক ডোবার মধ্যে নেমে পড়ে। মহা ফ্যাসাদ! হ্যারির প্রধান রক্ষক জন কাছেই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল যে, হ্যারি এক সময় সার্কাস পার্টিতে খেলা দেখাত। উপস্থিত বুদ্ধিবলে জন তখন সার্কাস পার্টির মাস্টারের মত অর্ডার করলেন,—"হাঁ কর, হাঁ কর।" সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিও তার বিরাট হাঁ ফাঁক করল। তখন প্রায় অচৈতন্য রিচার্ড কোন রকমে তার হাঁ থেকে বেরিয়ে এল। পরে চিড়িয়াখানার এক কর্মচারী জানান যে, হ্যারি ঠান্ডা মেজাজের প্রাণী, কিন্তু ঐ সময় তার খুব দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে ঐ রকম অন্যায় করে ফেলেছিল।

অবশ্য ইচ্ছা করে অন্যায় করতে চায় না অনেকেই। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি আসে, যখন অন্যায় করতে বাধ্য হয়। বোম্বাই-এর সেই কচ্ছপটার কথাই ধরা যাক না। একদিন তো বোম্বাই রাজভবন সংলগ্ন সমুদ্রতীরে ডিম পাড়ার জন্যে সাড়ে তিন শ পাউন্ড ওজনের বিরাট কচ্ছপটি জল থেকে উঠে এসেছে। এক কন্সটেবল হঠাৎ ঐ বিরাট কচ্ছপটিকে দেখে তার পিঠে চাপতে যান। তখন শান্তশিষ্ট কচ্ছপটি বিরক্ত হয়ে কামড়ে দিলে তাঁকে। কামড় খেয়ে পুলিস গেলেন হাসপাতালে আর কামড় বিষাক্ত কি'না তা দেখার জন্যে কচ্ছপটিকে ধরে রাখা হল হাজতে।

কচ্ছপের পিঠে চাপতে গিয়ে কামড় খেলেও মানুষ কিন্তু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকেও নানাভাবে নিজের কাজে লাগায়। জাভার এক খবরে জানা গেছে, রাতে চোরের উপদ্রব বন্ধ করার জন্যে সেখানে কফি বাগান পাহারা দিতে কতকগুলি নেকড়ে বাঘকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া এই জন্তুগুলিকে ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করা যায় না। ফলে কফির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছেন বাগানের মালিক। ভাব তো একবার ব্যাপারটা! হঠাৎ কোন চোর যদি বাগানে গিয়ে ঢোকে, তাহলে তাকে অবশেষে নির্ঘাৎ গিয়ে ঢুকতে হবে নেকড়ের পেটে!

পোষা জন্তু-জানোয়ারকে দিয়ে যে কেবল নানা রকম কাজ করান যায় তাই নয়। কখনো কখনো এরা বিরাট সম্পত্তি বলেও গণ্য হয়। লেসির কথাই ধরা যাক না কেন। লেসি হচ্ছে একটা অভিনেতা কুকুর। এর মালিক রাডওয়েদার ওয়াক্স একে কিনেছিলেন মাত্র তিন পাউন্ড দশ শিলিং দাম দিয়ে। তিন বছর আগে আদালতে এক মামলার সময় কোর্ট থেকে লেসির দাম ধরা হয়েছিল একাত্তর হাজার পাঁচশ পাউন্ড। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যে ঘরে লেসি বাস করে, তার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হয় বছরে ত্রিশ হাজার পাউন্ড।

কুকুর বেড়াল নিজেরাও আবার কখনো কখনো বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়। নর্থ ক্যারোলিনার শ্রীমতী আনাদ্রিয়া এক বিরাট সম্পত্তির মালিক। তাঁর উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই। নানা রকম খেয়াল খুশিতে দিন কাটান তিনি। এইসব খেয়ালের মধ্যে একটি হল নানারকম জীবজন্তু পোষা। এদের মধ্যে একটি বেড়াল তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। একেই তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বিরাট সম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

পশু-পাখী মানুষের খুব কাছের জীব। মানুষের সহিত ইহাদের ব্যবহার খুব মজার, অনেক সময় ভয়েরও। ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নানারকমের গল্প ও মজার কথা লেখা আছে। এখনও পশু-পাখীদের বিচিত্র সব ব্যবহারের কথা আমরা জানিতে পারি। আলোচ্য 'পশু-পাখীর মজার কথা' রচনায় আমরা এইরূপ কয়েকটি জীবের রকমারি ব্যবহারের পরিচয় পাই। তারা আদর করে, আদর নেয়,—ভয় করে, ভয় দেখায়—এইরূপ আরও কত কি করে।

### শব্দার্থ

অচৈতন্য—চেতনা শূন্য।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত—ঠান্ডা বা গরম ভাব দূর করা একটি আরামদায়ক তাপের ভাবযুক্ত।

উত্তরাধিকারী—কাহারও মৃত্যুর পরে যে সম্পত্তির মালিক হয়।

মনোনীত—কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছানুসারে নির্বাচিত।

রক্ষণাবেক্ষণ—দেখাশুনা করা ; যত্ন করা ও পালন করা।

### প্রশ্ন

১। 'রাণী......তা নিয়ে আর মাথা ঘামাননি।'—কোন্ রাণী, কি ব্যাপারে, কেন মাথা ঘামান নাই?

২। 'জলহস্তী' কি রকম জানোয়ার? 'হ্যারি' নামে জলহস্তীকে লইয়া কিরকম ফ্যাসাদ হইয়াছিল? এই ফ্যাসাদ হইতে কিভাবে রক্ষা পাওয়া গেল?

৩। বোম্বাইয়ের অতিকায় কচ্ছপ ও কন্স্টেবলের গল্পটি নিজের ভাষায় বল।

৪। জন্তু জানোয়ার যে মানুষের বিরাট সম্পত্তি হইতে পারে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও।

৫। পোষা বেড়াল মানুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এমন একটি গল্প বল।

৬। পরিচয় দাওঃ—রাজভবন ; সার্কাস পার্টি ; চিড়িয়াখানা।

৭। অর্থ বলঃ—প্রদর্শনী ; চিড়িয়াখানা ; উপদ্রব ; উৎপাদন ; নির্ঘাৎ ; খেয়াল ; সংলগ্ন।

৮। বাক্য রচনা করঃ—নির্ঘাৎ ; উত্তরাধিকারী ; মনোনীত ; অচৈতন্য ; দেশ-বিদেশের ; চুপচাপ ; শান্তশিষ্ট ; নানাভাবে ; কাজ হাসিল করা ; বিশেষভাবে ; মাথা ঘামানো।

৯। বানান অনুশীলন করঃ—রক্ষণাবেক্ষণ ; উত্তরাধিকারী ; শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ; বিষাক্ত ; প্রদর্শনী ; শান্তশিষ্ট ; কামড় ; নির্ঘাৎ ; বিশেষভাবে ; পাহারা ; যন্ত্রণা ; জলহস্তী ; প্রাণী ; কর্মচারী।

১০। 'জন্তু-জানোয়ার', 'দেশ-বিদেশ', 'পশু-পাখী'—এগুলোকে বাংলায় জোড়-শব্দ বলে। এরকম আরও কয়েকটি জোড়-শব্দের উল্লেখ কর।

১১। মোটা হরফের পদগুলির পদ-পরিচয় দাওঃ—

**ক** বছর আগে। **উপস্থিত** বুদ্ধিবলে। **প্রধান** রক্ষক জন **কাছেই** ছিলেন। **তার বিরাট হাঁ** ফাঁক করল। **পোষা** জন্তুজানোয়ার। **শীতাতপনিয়ন্ত্রিত** ঘরে **লোসি** বাস করে।

১২। 'বাড়ীতে পোষা পশুপাখী'—এই বিষয়ে ৮/১০ লাইনের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

---




—জগদীশচন্দ্র বসু

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোন গাছের তলাতে বসিয়াছ। মনে কর, সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচের এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। একসময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলত—এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ?—গাছটি বাড়িতেছে. আর মরা ডাল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে. এতে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়েচড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম, বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ শিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাকনা ; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা

যায়—বীজের আকার নানা প্রকার,—কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে, বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্ম। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে ধান্যের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষে ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখীরা ফল খাইয়া দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায়, তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম ; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাক্‌না গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে ; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা এবং ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায় কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিনরাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী

মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে করিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীতে ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশু ঘুমাইয়া রহিল।

### পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৭ খৃঃ) একজন বৈজ্ঞানিক। গাছের প্রাণ আছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন ; বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি সহজ-ভাবে ছোটদের উপযোগী অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'গাছের কথা' এইরূপ একটি প্রবন্ধ।

### শব্দার্থ

বিধাতা—ভগবান।
নিরাপদে—আপদশূন্য ভাবে।
দেশ দেশান্তরে—বিভিন্ন দেশে।
প্রভেদ—পার্থক্য।
জনমানবশূন্য—যেখানে কোন মানুষ নেই।

### প্রশ্ন

১। বানান ও অর্থ শিখঃ—এক পার্শ্বে, জীবিত, বৃক্ষশিশু, অঙ্কুর, বীজ, তুলা, কঠিন।

২। একটি গাছ ও মরা ডালে পার্থক্য কি?

৩। 'ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে'—ইহার অর্থ কি?

৪। 'বীজগুলি যেন গাছের ডিম'—বলিতে কি বুঝ?

৫। কি কি উপায়ে গাছের বীজ ছড়ায়?

৬। পৃথিবী মাতার ন্যায় একটি বীজকে কি ভাবে কোলে তুলিয়া লন?

৭। বাক্য রচনা করঃ—দেশ-দেশান্তরে, জনমানবশূন্য, বৃক্ষশিশু, বিধাতা।




—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তর মম বিকশিত কর
　　অন্তরতর হে।
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর
　　সুন্দর কর হে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।
　　অন্তর মম বিকশিত কর
　　　অন্তরতর হে।
যুক্ত করহে সবার সঙ্গে
　　মুক্ত করহে বন্ধ
সঞ্চার কর সকল কর্মে
　　শান্ত তোমার ছন্দ।
(তব) চরণপদ্মে মম চিত
　　নিস্পন্দিত কর হে।
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।
　　অন্তর মম বিকশিত কর
　　　অন্তরতর হে।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাকে 'বিশ্বকবি' বলা হয়। তিনি অনেক নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প রচনা করেন। তিনি অনেক গানও রচনা করেন।

'অন্তর' কথাটির অর্থ হৃদয় বা প্রাণ। আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর স্থানে আছেন আমাদের অন্তরের দেবতা। কবি তাঁহাকেই 'অন্তরতর' বলিয়াছেন। এই 'অন্তরতর' প্রাণের ঈশ্বর আমাদের জীবনকে চালনা করেন। কবি এই 'অন্তরতর' প্রাণের দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—ফুল যেমন আলোর স্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়, আমাদের হৃদয়ও তেমনি আমাদের অন্তর্দেবতার স্পর্শে জাগিয়া ওঠে, আমাদের অন্তর যেন ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়। কবি এই অন্তরের দেবতার নিকট আরও প্রার্থনা করিতেছেন তিনি যেন তাঁহাকে (কবিকে) পবিত্র ও সুন্দর করেন, ভয়শূন্য করেন, বন্ধনমুক্ত করেন এবং মন শান্ত করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় দান করেন।

### শব্দার্থ

উদ্যত—উদ্যমযুক্ত, উৎসাহযুক্ত। নিস্পন্দিত—স্পন্দনশূন্য, শান্ত।
নিঃসংশয়—ভয়শূন্য, দ্বিধাশূন্য। নন্দিত—আনন্দযুক্ত।
চিত—কবিতায় 'চিত', কিন্তু গদ্যে 'চিত্ত' অর্থাৎ হৃদয়। বন্ধ—বন্ধন, বাঁধা।

### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর ও লিখ।

২। কবি কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন বল।

৩। কবি কাহাকে 'অন্তরতর' বলিয়াছেন? তাঁহাকে 'অন্তরতর' বলিবার কারণ কি?

৪। 'যুক্ত করহে.........বন্ধ' এবং 'সঞ্চার কর.........ছন্দ'—ইহার অর্থ ভালভাবে বুঝাইয়া দাও।

৫। কবি যে প্রার্থনা করিয়াছেন ইহা আমাদের সকলেরই প্রার্থনা—এই কথাটি বুঝাইয়া দাও।

৬। বাক্য রচনা করঃ—বিকশিত; উদ্যত; নিঃসংশয়; সঞ্চার; নিস্পন্দিত; নন্দিত।

৭। এই কবিতা হইতে ৩টি বিশেষ্য পদ ও ৩টি বিশেষণ পদ বাহির কর।



# আরুণি

—কাশীরাম দাস

আরুণি নামেতে ছিল শিষ্য একজন
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা করেন তখন।
"ধান্য-ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া,
যতন পূর্বক জল বান্ধি রাখ গিয়া।"
আজ্ঞামাত্র শিষ্যবর করিল গমন,
ক্ষেত্রে বান্ধিবারে জল করিল যতন।
কিন্তু বান্ধ ভাঙ্গি জল যায় বেগভরে,
আপনি শুইল শিষ্য বান্ধের উপরে।
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী
না আইল শিষ্য, গুরু চলিলা আপনি।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিলা দ্বিজবর ;
শিষ্য বলে, "শুয়ে আছি বান্ধের উপর।
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন ;
আপনি শুইনু বান্ধে তাহার কারণ।"
শুনিয়া বলিলা গুরু "আইস উঠিয়া।"
উঠি শিষ্য গুরুপদে প্রণমিলা গিয়া।

আশিস করিলা গুরু, "হউক কল্যাণ,
চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক্ তব জ্ঞান।"
এত বলি বিদায় করিলা দ্বিজবর,
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেলা নিজঘর।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

বাংলা মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। কাশীদাসী মহাভারত বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি সংস্কৃতে লেখা মূল মহাভারত হইতে বাঙলায় কবিতার আকারে মহাভারত অনুবাদ করেন।

প্রাচীন ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কি রকম ছিল এই কবিতায় তাহা দেখান হইয়াছে। গুরুর আদেশে শিষ্য আরুণি কিভাবে জলে-ভরা জমিতে নিজে শুইয়া পড়িয়া বাঁধ দিয়া জলের স্রোতকে আটকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং গুরু ইহা জানিতে পারিয়া কিভাবে আরুণিকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—এই কবিতায় সেই সুন্দর কাহিনীর বর্ণনা আছে।

### শব্দার্থ

যাইছে—যাইতেছে।
যতন—যত্ন, চেষ্টা।
বান্ধি—বাঁধিয়া।
প্রণমিলা—প্রণাম করিল।
শুইনু—শুইলাম।
আইস—এস।
করিলা—করিল।
আশিস—আশীর্বাদ।
দ্বিজবর—দ্বিজদিগের মধ্যে বরণীয় : শ্রেষ্ঠদ্বিজ বা ব্রাহ্মণ।

### প্রশ্ন

১। আরুণির গুরু আরুণিকে কি আদেশ দিলেন?
২। আরুণি এই আদেশ কিভাবে পালন করিল?

৩। আরুণির গুরু আরুণিকে এই কাজের জন্য কি বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন?
৪। কবিতাটি মুখস্থ লিখ ও উহার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।
৫। 'চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক্ তব জ্ঞান'—কে, কাহাকে কখন এই আশীর্বাদ করিলেন? 'চারিবেদ' সম্বন্ধে সংক্ষেপে টীকা লিখ।
৬। প্রাচীন ভারতের 'গুরুশিষ্যের সম্পর্ক' সম্বন্ধে ৫টি বাক্য রচনা কর।
৭। এই কবিতা পড়িয়া তুমি কি উপদেশ পাইলে সংক্ষেপে লিখ।
৮। বানান শিখ ও অর্থ বল:—শিষ্য ; আজ্ঞামাত্র ; রজনী ; দ্বিজবর ; কল্যাণ ; আশিস ; শাস্ত্র ; প্রমাণ।

---



# মানুষ কে?

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

নাহি চায় রাজ্যপদ, নাহি চায় ধন,
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন।
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন,
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন।
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে,
মাতা-পিতা-জ্ঞাতি-ভাই ভেদ নাহি মনে।
সকলে সমান মিত্র, শত্রু নাহি যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

—(সংক্ষেপিত)

### পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙলা কবিতা খুব উঁচুদরের ছিল না। ঐ সময় কবিগান, পাঁচালি ও টপ্পাগানে বাংলা কবিতার আসর ভরা ছিল। এমন সময় ১৮০৭

খ্রীঃ অব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হয়। তিনি বাংলা কবিতায় নূতন ধারা আনেন। নিজের দেশকে মা বলিয়া মনে করা, দেশকে ভালবাসা ও সেবা করা, মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচয় দেওয়া—এই সব বিষয় লইয়া তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে কবি দেহত্যাগ করেন।

কবির 'মানুষ কে?' কবিতার একটি মাত্র স্তবক এখানে সংকলন করা হইয়াছে! এই কবিতায় কবি খাঁটি মানুষের পরিচয় কি তাহা বলিতে চাহিয়াছেন। যিনি ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করেন না, বন উপবনে বাস করিয়াও স্বর্গের সুখ অনুভব করেন, পৃথিবীর সকল মানুষকে আপন মনে করেন, মনের সুখ সব সময় যাঁহার মধ্যে আছে, যিনি সকলকে বন্ধু বলিয়া জানেন এবং যাঁহার কোন শত্রু নাই তিনিই খাঁটি মানুষ।

## শব্দার্থ

উপবন—বনের মত, ছোট বন।
সমুদয়—সকল, সব কিছু।
সমতুল্য—সমান।
গণে—গণনা করে, মনে করে।
পরিজন—আপন লোক।

## প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর ও লিখ।
২। 'মানুষ কে?' কবিতার মধ্যে কবি কাহাকে 'মানুষ' বলিয়াছেন?
৩। 'সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন'—এই পংক্তির অর্থ পরিস্ফুট কর।
৪। 'মাতা-পিতা-জ্ঞাতি-ভাই ভেদ নাহি মনে'—এই পংক্তিতে 'ভেদ' না মানার তাৎপর্য ভালভাবে বুঝাইয়া দাও।
৫। বানান শেখঃ—স্বর্গ; পৃথিবী; সন্তোষ; সিংহাসন; গণে; জ্ঞাতি; শত্রু।
৬। অর্থ বলঃ—রাজপদ; সন্তোষ; সমতুল্য; আত্মার সহিত।

# বঙ্গভাষা

—মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি',
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্যে বরি',—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের (১৮২৪—১৮৭৩ খৃঃ) জন্ম হয়। তিনি যখন কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র সেই সময় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে একজন বড় কবি হইবার জন্য স্বপ্ন দেখিতেন। ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। মাদ্রাজে বাসকালে তিনি দুইখানি ইংরেজী কাব্য লিখিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে না। বেথুন সাহেব তাঁহাকে

বাঙলা ভাষায় কাব্য চর্চা করিতে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ মত তিনি বাঙলা নাটক ও কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'। তাঁহার লেখা শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদ বধ'। পরে তিনি 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন। তিনি কয়েকখানি ভাল নাটকও রচনা করেন। তিনি যখন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে ছিলেন তখন তিনি কতকগুলি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি তাঁহার রচিত একটি চতুর্দশপদী কবিতা। ১৪ পংক্তিতে লেখা কবিতার নাম চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট।

মধুসূদন মনেপ্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাংলাদেশ ও বাঙলা ভাষার প্রতি কবির যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিচয় 'বঙ্গভাষা' কবিতায় পাওয়া যায়।

বাঙলাভাষা ও সাহিত্যে অনেক মূল্যবান সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কবি যে দীর্ঘকাল উহা অবহেলা করিয়া বিদেশী ভাব, ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছেন তাহার জন্য এই কবিতায় তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে তিনি বাঙলা ভাষায় কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন ও মনে গভীর শান্তি লাভ করেন।

### শব্দার্থ

বিবিধ—নানারকম।
কায়—শরীর।
তপে—তপস্যায়, সাধনায়।
বিফলে—বৃথা।
অবরেণ্য—যে বরণ করিবার যোগ্য নহে।
কুললক্ষ্মী—বংশের লক্ষ্মী, (এখানে কবি 'বঙ্গলক্ষ্মী'কে বুঝাইতেছেন)।
মাতৃকোষে—মায়ের ভান্ডারে (এখানে 'বঙ্গভাষা'র ভান্ডারে)।

### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ কর এবং ঠিকমত ছন্দ রক্ষা করিয়া আবৃত্তি কর। এই-ভাবে ছন্দ ঠিক করিয়া পড়িবেঃ

হে বঙ্গ ভান্/ডারে তব/বিবিধ র/তন
তা সবে (অ/বোধ আমি)/অবহেলা/করি
পরধন/লোভে মত্ত/করিনু ভ্র/মণ
পরদেশে,/ভিক্ষাবৃত্তি/কুক্ষণে আ/চরি

২। 'হে বঙ্গ' বলিয়া কবি কাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন?
৩। বঙ্গের ভান্ডারে বিবিধ 'রতন' কি হইতে পারে?

৪। কবি কোন্ জাতীয় পরধনের লোভে মত্ত হইয়া পরদেশে ভ্রমণ করিলেন?

৫। কবি 'ভিক্ষাবৃত্তি' আচরণ করিলেন এবং ইহা 'কুক্ষণে' করিলেন। এই 'ভিক্ষাবৃত্তি' এবং 'কুক্ষণে' কথা দুইটির তাৎপর্য কি?

৬। কবি অবরেণ্যকে বরণ করিয়া বিফল তপস্যায় মগ্ন হইলেন এবং কমল-কানন ভুলিয়া শৈবালে খেলা করিলেন—কবির এই দুঃখের ভাবটি বুঝাইয়া বল।

৭। স্বপ্নে বঙ্গের কুললক্ষ্মী কবিকে কি বলিলেন? 'স্বপ্নে বলিলেন' এবং 'বঙ্গের কুললক্ষ্মী'—এই কথা দুইটির ভাবার্থ পরিস্ফুট কর।

৮। বঙ্গের কুললক্ষ্মীর আদেশ কবি কি ভাবে পালন করিলেন এবং উহার ফলে তিনি কি লাভ করিলেন?

৯। 'বঙ্গভাষা' কবিতার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।

১০। এই কবিতার বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া কবি ও বঙ্গমাতার একটি কথোপকথন নিজের ভাষায় লিখ।

# মূল্য প্রাপ্তি



—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘ্রাণে শীতের রাতে      নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে      কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া।
তুলি' লয়ে বেচিবারে      গেল সে প্রাসাদ-দ্বারে
মাগিল রাজার দরশন ;
হেন কালে হেরি' ফুল      আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন—
'অকালের পদ্ম তব,      আমি এ'টি কিনি' লব
কত মূল্য লইবে ইহার ?
ভগবান বুদ্ধ আজ      এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে—'এক মাষা      স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে।
হেনকালে সমারোহে      বহু পূজা-অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।

রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গল-গীত
চলেছেন বুদ্ধ দরশনে ;
হেরি' অকালের ফুল শুধালেন—'কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন্ স্বর্ণ মাষা দিয়ে পণ
কিনেছেন এই মহাশয়।'
'দশ মাষা দিব আমি— কহিল ধরণী-স্বামী
'বিশ মাষা দিব'—পান্থ কয়।
দোঁহে কহে,—'দেহ' 'দেহ', হার নাহি মানে কেহ
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।
কহিল সে করজোড়ে— 'দয়া করে ক্ষম মোরে,
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।'
এত বলি' ছুটিল সে যেথা রয়েছেন ব'সে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি ;
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধা-হাস্য-জ্যোতিঃ।
সুদাস রহিল চাহি,— নয়নে নিমেষ নাহি
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি'
প্রভুর চরণপদ্ম পরে।
বরষি অমৃত রাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,—
"কহ বৎস, কি তব প্রার্থনা ?"
ব্যাকুল সুদাস কহে— "প্রভু, আর কিছু নহে—
চরণের ধূলি এক কণা।"

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক ঘটনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। 'মূল্য প্রাপ্তি' কবিতাটি তাহার মধ্যে একটি।

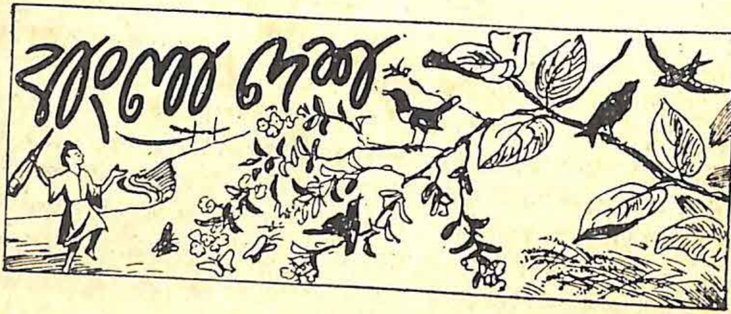
সুদাস তাহার পদ্মফুলের কি মূল্য পাইল? এই প্রশ্নের অর্থ বুঝিলেই কবিতার 'মূল্য প্রাপ্তি নামের অর্থ বোঝা যাইবে। সুদাস পদ্মফুল বেচিয়া পয়সা পাইলে উহা দ্বারা তাহার পেট ভরিত, সংসারের অন্য অভাব মিটিত। বুদ্ধদেবের চরণে পদ্মফুলটি নিবেদন করিয়াও সে মূল্য পাইল, কিন্তু উহা পয়সার মূল্য নহে, উহা বুদ্ধদেবের করুণা ও শান্তির মূল্য। ইহাতে সুদাসের মন ভরিল, জীবন ধন্য হইল। ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য আর কি হইতে পারে? ইহাই সুদাসের মূল্য প্রাপ্তি।

### শব্দার্থ

পুলকাকুল—আনন্দে আত্মহারা।
পূজা-অর্ঘ্য—পূজার সামগ্রী।
করজোড়ে—হাত জোড় করিয়া।
প্রসন্ন—সন্তুষ্ট, আনন্দিত।
মাষা—ভরি বা তোলার মত প্রাচীন কালের একপ্রকার ওজন।
সমারোহে—আড়ম্বর করিয়া।
আচম্বিতে—হঠাৎ।
পান্থ—পথিক।
নিরঞ্জন—নাই অঞ্জন বা বর্ণ যাহার, কলঙ্কহীন, নির্মল। এখানে বুদ্ধদেবকে বুঝানো হইয়াছে। ঈশ্বরকে বলা হয় নিরঞ্জন।

### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।
২। সুদাস মালী অকালের পদ্মফুলটি লইয়া প্রাসাদ-দ্বারে গেল কেন?
৩। ঐ ফুলটি দেখিয়া একজন পথিক আনন্দে আকুল হইল কেন?
৪। নৃপতি প্রসেনজিৎ পূজা-অর্ঘ্য লইয়া কোথায় যাইতেছিলেন?
৫। পথিক ও রাজা উভয়েই একটি ফুলের জন্য কিভাবে ও কেন দর কষাকষি করিলেন?
৬। মালী কাহাকেও ফুলটি দিতে চাহিল না কেন?
৭। 'সুদাস রহিল চাহি...বাক্য নাহি সরে'—সুদাসের এই ভাব হইবার কারণ কি?
৮। সুদাস পদ্মফুলটি দিয়া কি করিল? সে বুদ্ধদেবের নিকট কেবল এক কণা চরণের ধূলি প্রার্থনা করিল কেন?
৯। কবিতায় বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ও এই কবিতার মূল ভাবটি কি বুঝাইয়া বল।




—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা,
ফিঙে নাচে গাছে গাছে?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে?
বাবুই কোথায় বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ ভাষা মরমে পশি'
আকুল করি তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব
বাউল সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের-রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা
সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে ওঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃপিতামহের
চরণধূলি কোথায় রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২)—তাঁহাকে ছন্দের জাদুকর বলা হয়। তিনি বাংলা কাব্যে ইংরাজী কবিতার ছন্দের প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। জাতীয়ভাব, সৌন্দর্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম, তাঁহার কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে—'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'বেলা শেষের গান', 'ফুলের ফসল' প্রভৃতি বিখ্যাত।

'বাংলা দেশ' কবিতাটি জাতীয়ভাব ও গৌরববোধের কবিতা।

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ফুল ও ফসলের সমারোহ, পাখির গান, ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। বাংলার ও বাঙালীর এই গৌরবের কথা তিনি এই কবিতায় স্মরণ করিয়াছেন।

### শব্দার্থ

শ্যামল—সবুজ। পিতৃপিতামহের—পূর্বপুরুষের।
সোনার কমল—সোনার মত সুন্দর ও মূল্যবান পদ্মফুল। বারি—জল।

### গদ্যরূপ

যাচে—যাচ্ঞা করে। পশি'—প্রবেশ করিয়া। মোরা—আমরা।
মরমে—মর্মে। করি—করিয়া। দুখ—দুঃখ। মোদের—আমাদের।

### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ কর ও ছন্দ রক্ষা করিয়া আবৃত্তি কর।

২। এই কবিতায় জিজ্ঞাসা বাক্য ও বিস্ময়সূচক বাক্যগুলির ব্যবহারের তাৎপর্য কি?

৩। কবিতাটির সারমর্ম সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখ।

৪। বাংলা দেশের কোন্ কোন্ পাখির কথা এই কবিতায় উল্লেখ করা হইয়াছে? ইহাদের উল্লেখের তাৎপর্য কি?

৫। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গানের কথা এই কবিতায় যে যে স্তবকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মুখস্থ লিখ এবং সরলার্থ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। বাংলা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা যে সব স্তবকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মুখস্থ লিখ এবং সরলার্থ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। পরিচয় দাওঃ—সোনার ফসল ; বাউল ; চণ্ডীদাস ; রামপ্রসাদ ; পিতৃপিতামহের চরণধূলি।

৮। অর্থ বলঃ—কোমল ; আকুল ; গৌরব।

৯। বাক্য রচনা করঃ—শ্যামল ; কোমল ; সোনার ফসল ; আকুল ; মধুর ; দুর্দশা ; গৌরব ; চরণধূলি।

১০। 'আমার সোনার বাংলা'—এই বিষয়ে সংক্ষেপে ৭।৮ লাইনের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

১১। সত্যেন্দ্রনাথের 'বাংলা দেশ' কবিতার মত আরেকটি বাংলা কবিতা উল্লেখ কর, এবং মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

# রাঙ্গা চুড়ি



—কালিদাস রায়

পিতা ফিরিলেন বাড়ী    রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি' হাতে    সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে    পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায় ;
ভাঙ্গিয়া কাচের চুড়ি    একেবারে হ'ল গুঁড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি'    ফিরিতে চাহে না বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাংগা চুড়ি বারবার    জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া।
পিতা আসি তুলি বুকে    বলে চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক্, ভারি ওর দাম।"
থামে নাক' কোন মতে    তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপিয়ে কাঁদে যে অবিরাম।

ব্যথা কি বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায়?
প্রাণের বাঞ্ছিত স্পৃহা যত তুচ্ছ হোক তাহা,
মিলিবে কি রূপায় সোনায়?
সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান খান,
ব'ল কেবা দিবে দাম তার?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার॥

### পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) খুব দরদী কবি। ছাত্র, বালক ও শিশুর মনের কথা, তাহাদের সুখ দুঃখের কথা অবলম্বন করিয়া কবি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। ছোট একটি মেয়ে পূজার দিনে তাহার রাঙা চুড়ি ভাঙিয়া যাওয়ায় মনে যে ব্যথা পাইয়াছে তাহা কবি নিপুণভাবে এই কবিতায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। অতি সাধারণ জিনিসও শিশুর কাছে যে কত মূল্যবান তাহা বড় মানুষেরা বুঝিতে পারেন না। শিশুর মত কোমল, সরল মনের কবি তাহা বুঝিতে পারেন। তাই তিনি 'রাঙা চুড়ি' কবিতায় এমন সুন্দর ভাবে বালিকার মনের গোপন দুঃখটি করুণ-মধুর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

#### শব্দার্থ

রাঙা—লাল।
অবিরাম—না থামিয়া।
বিনে—বিনা, ব্যতীত।
ক্ষত—আঘাত।
বাঞ্ছিত—আকাঙ্ক্ষিত।
ভুবন—পৃথিবী।

#### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।
২। কবিতার বিষয়বস্তু বর্ণনা করিয়া ইহার মূল ভাবটি বুঝাইয়া দাও।
৩। নীচের শব্দগুলির বানান, অর্থ ও ব্যবহার লিখঃ—চুড়ি, মাতে, ঘরে ঘরে, ক্ষত, ধুলা, মণ্ডপ, গুঁড়ি, বারবার, লুটিয়া লুটিয়া।
৪। তাৎপর্য পরিস্ফুট করঃ—ব্যথা কি বুঝিবে......ভুবন আঁধার।



# চল্ চল্ চল্

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

## চল্ চল্ চল্

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নূতন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল!

চল্ রে নও-জোয়ান,
শোন্‌রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল,
চল্‌রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

### পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

কাজী নজরুল ইস্‌লাম। জন্ম—১৮৯৯ ; মৃত্যু—১৯৭৬। জন্মভূমি—চুরুলিয়া, বর্ধমান।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়। তিনি তাঁহার কবিতায় অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন। 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটি একটি মার্চ সংগীত। তরুণ যুবকেরা তালে তালে মার্চ করিয়া নূতন জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহারা সবরকম বাধা দূর করিয়া নূতন জীবন-প্রভাতের সূচনা করিবে।

### শব্দার্থ

টুটাব—টুটাইব, দূর করিব।
সজীব—প্রাণযুক্ত।
বাধার—বিঘ্নের।
ধরণী—পৃথিবী।
তিমির—অন্ধকার।
আগল—অর্গল (এখানে বন্ধন)।
মাদল—ঢোলের মত একরকম বাদ্যযন্ত্র (এখানে মেঘ)।

## চল্ চল্ চল্

### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বল।

৩। সব রকম বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে তরুণের অভিযান—এই ভাবটি কোন্ কোন্ পংক্তিতে আছে?

৪। 'রাঙা প্রভাত', 'তিমির রাত', 'বাধার বিন্ধ্যাচল', 'সজীব করিব মহাশ্মশান" 'মৃত্যুতোরণ......আহ্বান'—কথাগুলির অর্থ বিশদ কর।

৫। বাক্য রচনা করঃ—ধরণী-তল ; তরুণ দল ; তিমির রাত ; বিন্ধ্যাচল ; নওজোয়ান।

৬। বানান শেখ ও অর্থ বলঃ—সজীব ; ধরণী ; ঊষা ; মহাশ্মশান।

# গন্ধ বিচার



—সুকুমার রায়

সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজ্‌ল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?
মন্ত্রী বলে, এসেন্স দিছি—গন্ধ তো নয় মন্দ!
রাজা বলেন মন্দ ভালো দেখুক শুঁকে বদ্যি,
বদ্যি বলে, আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।
রাজা হাঁকেন, বোলাও তবে, রাম নারায়ণ পাত্র।
পাত্র বলে, নস্যি দিলাম এক্ষণি এইমাত্র,
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে?
রাজা বলেন, কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁকবে।
কোটাল বলে, পান খেয়েছি মশলা তাতে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার এক্কেবারে ভরপুর।
রাজা বলেন, আসুক তবে শের পালোয়ান ভীম সিং
ভীম বলে, আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্‌ ঝিম্‌।
রাত্রে আমার বোখার হল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ,
ব'লেই শুল রাজসভাতে চক্ষু বুজে চিৎপাত।

রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধ'রে শেষটা,
বল্‌ল রাজা, তুমিই না হয় কর না ভাই চেষ্টা।
চন্দ্র বলেন, মারতে চাও তো ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাবল মনে, ভয় কেন আর একদিন তো মরবই!
সাহস করে বল্‌লে বুড়ো, মিথ্যে সবাই বক্‌ছিস,
শুঁক্‌তে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বক্‌শিশ।
রাজা বলেন, হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য,
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠ্‌ল বুড়ো মদ্দ।
জামার পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁক্‌ল কত গন্ধ,
রইল অটল দেখ্‌ল লোকে বিস্ময়ে বাক্‌ বন্ধ।
রাজ্যে হল জয় জয়কার বাজল কাঁসর ঢক্কা,
বাপ্‌রে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে যে অক্কা!

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

সুকুমার রায় (জন্ম—১৮৮৭ ; মৃত্যু—১৯২৩) শিশুদের জন্য হাস্যরসের অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার মত এইরূপ হাসির কবিতা আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ—আবোল তাবোল।

রাজা মহারাজাদের সব অদ্ভুত খেয়াল। মন্ত্রীর জামায় কিসের গন্ধ তাহা বিচার করিবার জন্য পর পর বদ্যি, পাত্র, কোটাল, পালোয়ান, রাজার শ্যালক পর্যন্ত সকলকে ডাকা হইল। কোন না কোন অজুহাতে কেহই গন্ধ শুঁকিতে রাজী হইল না। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ নাজির গন্ধ শুঁকিতে রাজী হইলেন। তিনি গন্ধ শুঁকিলেন। ইহাতে রাজ্যে তাহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

### শব্দার্থ

বদ্যি—ডাক্তার। নাজির—রাজার বিচার সভার প্রধান কর্মচারী।
ইনাম—পুরস্কার। মদ্দ—গদ্যে 'মর্দ' অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ।
কোটাল—আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী রাজার প্রধান কর্মচারী।

কবিতাটি এই ছাঁদে পড়িবেঃ—সিংহাসনে/বস্‌ল রাজা/বাজ্‌ল কাঁসর/ঘন্‌টা।

## প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া সুন্দর ভাবে আবৃত্তি কর।

২। বদ্যি, কোটাল, পাত্র, পালোয়ান গন্ধ শুঁকিতে চাহিল না কেন?

৩। তাহাদের অজুহাত কি ঠিক মনে হয়? বুঝাইয়া বল।

৪। রাজার শালার মনোভাবটি কি রকম?

৫। শেষ পর্যন্ত গন্ধের বিচার কে করিলেন? কি ভাবে করিলেন?

৬। এই কবিতার রাজা মহাশয়কে তোমার কি রকম মনে হয়?

---

# পথের মাঝে



—নরেন্দ্র দেব

বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই,
থামলে তো আর চলবে না,
হিমালয়ের বরফ জেনো
ঘামবে তবু গলবে না।

সামনে চেয়ে এগিয়ে চলো,
ভয় পেয়োনা বাদলাতে,
পয়সা যদি ফুরিয়ে থাকে,
চালিয়ে নেব আধলাতে।

উপোস করে' চলব তবু
কিছু ভয়ে টল্‌ব না,
মনের কথা লুকিয়ে মনে
শত্রুকে আর ছল্‌ব না।

বিঁধছে কাঁটা? ফুট্‌ছে কাঁকর?
ফুটুক তবু ছুটব হে,
ইন্দ্রদেবের স্বর্গটাকে
সবাই মিলে লুটব হে।

চাঁদের ঘরে কি ধন আছে
উট্‌কে চল দেখ্‌ব রে,
ধাক্কা দিয়ে তারায় তারায়
সূর্যে গিয়ে উঠ্‌ব রে।

## পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনুশীলন

আধুনিক কবিদের মধ্যে নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯—১৯৭১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পথের মাঝে'—এই কবিতাটির অর্থ 'আমাদের জীবনের পথের মাঝখানে'। এই পথে আমরা কি ভাবে চলিব, আমাদের লক্ষ্য কি—এই কবিতায় তাহাই বলা হইয়াছে।

### শব্দার্থ

আধ্‌লা—আধ পয়সা।
উট্‌কে—উলট-পালট করিয়া খোঁজা।
ইন্দ্রদেব—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র।

### প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ কর ও আবৃত্তি কর।

২। কবিতার মূল ভাব সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

৩। এই পংক্তিগুলির ভাব বুঝাইয়া দাও ঃ—
(ক) হিমালয়ের......গলবে না।
(খ) মনের কথা......ছল্‌ব না।
(গ) ইন্দ্রদেবের......লুটব হে।
(ঘ) ধাক্কা দিয়ে......উঠ্‌ব রে।

৪। বাক্য রচনা কর ঃ—বাদলাতে ; আধলাতে ; উট্‌কে চল ; তারায় তরায়।

৫। এই কবিতা হইতে ৩টি বিশেষ্য পদ ও ৩টি ক্রিয়াপদ বাহির কর।